POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ
سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ (آل عمران:65)

তুমি বল হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় আস যাহা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান- আমরা যেন আল্লাহ ব্যতীত কাহারাও ইবাদত না করি এবং যেন আমাদের মধ্যে কতক অপর কতককে আল্লাহ্‌ ব্যতীত প্রভু স্বরূপ গ্রহণ না করে।

(আলে ইমরান,আয়াত: ৬৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 17

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 25 এপ্রিল, 2019 19 শাবান 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

মুত্তাকির জন্য নিরভিমান ও সংযমপূর্ণ জীবন যাপন করা অপরিহার্য শর্ত। বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী ও সাধুদের জন্য ক্রোধ সংবরণই হল চূড়ান্ত পর্যায়।

আমার জামাতের সদস্যরা একে অপরকে হেয় জ্ঞান করুক বা অহংকার প্রদর্শন করুক- এমনটি আমি চাই না। কে বড় আর কে ছোট, তা একমাত্র খোদাই জানেন।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

ইসলামী পর্দা

বর্তমান যুগে পর্দার বিষয়ে আপত্তি তোলা হয়। কিন্তু এরা এতটুকুও জানে না যে, ইসলামিক পর্দা বলতে কারাগার বোঝানো হয় নি, বরং এটি এক প্রকারের বাধা যা মহিলা ও পুরুষদেরকে অবাধ মেলামেশা থেকে প্রতিহত করে। পর্দা তাদেরকে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করে। একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বলতে পারে যে, যদি পুরুষ ও মহিলাদেরকে একত্রে অবাধে ও নির্দ্বিধায় মেলামেশার ও ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হয়, তবে প্রবৃত্তির বশবর্তী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। অনেক সময় দেখা গেছে বা শোনা গেছে যে, এমন জাতি রয়েছে যারা পুরুষ ও মহিলার রুদ্ধদ্বারের মধ্যে থাকাতেও আপত্তির কিছু দেখে না। এটিই নাকি তাদের সংস্কৃতি। এর মন্দ প্রভাবকে প্রতিহত করতেই ইসলামের প্রবর্তক এমন কাজ করার অনুমতিই দেন নি যা থেকে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেছেন, যেখানে দুইজন 'গায়ের-মহররম' পুরুষ ও মহিলা নিভৃতে মিলিত হয়, সেখানে তাদের মধ্যে তৃতীয় সত্তা হিসেবে শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটে। এমন খোলামেলা ও উচশৃঙ্খল শিক্ষার যে পরিণাম ইউরোপ ভোগ করছে তার গভীরে গিয়ে দেখ। অনেক স্থানে লজ্জাজনকভাবে বাছবিচারহীন জীবন যাপন করা হচ্ছে। এগুলি সেই শিক্ষারই পরিণাম। কোন জিনিসকে অপব্যবহার থেকে রক্ষা করতে হলে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর। কিন্তু যদি সেই সম্পদকে রক্ষা না করে মানুষকে নিরীহ ও সৎ বলে মনে করে বস, তবে মনে রেখ, সেই জিনিস অবশ্যই ধ্বংস হবে। ইসলামের শিক্ষা কতই না পবিত্র যা পুরুষ ও মহিলাকে পৃথক রাখার মাধ্যমে তাদেরকে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করেছে। এই শিক্ষা মানুষের জীবনকে সেই তিক্ততা থেকে রক্ষা করেছে, যার দরুন ইউরোপকে প্রায় প্রতিদিন পারিবারিক অশান্তি ও আত্মহত্যার ঘটনা দেখতে হচ্ছে। একজন 'গায়ের মহররম' মহিলার প্রতি যথেচ্ছ দৃষ্টি দেওয়ার অনুমতিরই এটি পরিণাম, যার কারণে অনেক সৎ প্রকৃতির মহিলারাও এমন বাছবিচারহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মানবীয় শক্তিবৃত্তির সুসংহত ও যথোচিত প্রয়োগ

আল্লাহ্‌ তা'লা মানুষকে যতগুলি শক্তিবৃত্তি দান করেছেন সেগুলি যেন বিনষ্ট না হয়। এগুলিকে বিকশিত করে তোলার অর্থ হল সুসংহত ও যথোচিত উপায়ে প্রয়োগ করা। এই কারণেই পুরুষত্বকে নষ্ট করা বা চোখ উপড়ে ফেলার শিক্ষা ইসলাম দেয় নি, বরং এগুলির যথোচিত প্রয়োগ ও আত্ম-শুদ্ধির শিক্ষা দিয়েছে। যেরূপ তিনি বলেন- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (সূরা মোমেনুন, আয়াত: ২) মুত্তাকি ব্যক্তির জীবনের চিত্র অঙ্কন করে আল্লাহ্‌ তা'লা এখানে যে উপসংহার টেনেছেন তা হল- وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (সূরা বাকারা, আয়াত: ৬) অর্থাৎ যারা তাকওয়ার পথে চলে, অদৃশ্যের উপর ঈমান আনে, পতনোন্মুখ নামাযকে দাঁড় করায়, খোদা প্রদত্ত রিযক থেকে দান করে, নিজেদের কল্পনা ও চিন্তাধারা ত্যাগ করে পূর্ববর্তী ও বর্তমান সকল ঐশী গ্রন্থের উপর ঈমান আনে এবং অবশেষে সে নিশ্চিত বিশ্বাসের মর্যাদায় উপনীত হয়। এরাই সেই সমস্ত মানুষ যারা সঠিক হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে এবং তারা এমন এক পথে রয়েছে যা মানুষকে সরাসরি সফলতার দিকে নিয়ে যায়। অতএব এরাই সফলকাম যারা নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছে যাবে এবং পথের বিপদাপদ থেকে তারা রক্ষা পেয়ে গেছে। এই কারণে প্রারম্ভেই আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে তাকওয়ার শিক্ষা দিয়ে এমন এক কেতাব দান করেছেন যাতে তাকওয়ার উপদেশও দেওয়া হয়েছে।

অতএব আমার জামাতের সদস্যরা জাগতিক অন্যান্য সকল বিষয় সরিয়ে রেখে নিজেদেরকে যেন এই বিষয় নিয়েই উদ্বিগ্ন রাখে যে, আমাদের মাঝে তাকওয়া রয়েছে কি না।

নিরভিমান ও সংযমী হয়ে জীবন যাপন কর

মুত্তাকির জন্য নিরভিমান ও সংযমপূর্ণ জীবন যাপন করা অপরিহার্য শর্ত। এটি তাকওয়ার একটি দিক যার মাধ্যমে আমাদেরকে অসঙ্গত ক্রোধকে দমন করতে হবে। বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী ও সাধুদের জন্য ক্রোধ সংবরণই হল চূড়ান্ত পর্যায়। ক্রোধ থেকেই আত্মশ্লাঘা ও দাম্ভিকতার জন্ম হয়। কেননা, মানুষ যেখানে অপরের উপর নিজেকে প্রাধান্য দেয়, সেখানেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। আমার জামাতের সদস্যরা একে অপরকে হেয় জ্ঞান করুক বা অহংকার প্রদর্শন করুক- এমনটি আমি চাই না। কে বড় আর কে ছোট, তা একমাত্র খোদাই জানেন। এটি এক প্রকারের অবজ্ঞা ও অবহেলা। যার মধ্যে মধ্যে এই গুণ আছে, আমার আশঙ্কা হয়, একটি বীজের ন্যায় তা বৃদ্ধি পেয়ে অবশেষে তার ধ্বংসের কারণ হবে। অনেক মানুষ সম্মানীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বড়ই শিষ্টতা প্রদর্শন করে। কিন্তু মহৎ সেই, যে একজন সহজসরল ও সাদামাটা ব্যক্তির কথাও বিনীত হয়ে শোনে, তাকে আশ্বস্ত করে, তার কথাকে গুরুত্ব ও সম্মান দেয় এবং তাকে এমনভাবে ভর্ৎসনা করে না যার ফলে তার মনঃপীড়া হতে পারে। খোদা তা'লা বলেন- وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (আল হুজরাত: ১২) [তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করিও না, এবং একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপাধি দিয়ে ডাকিও না। ঈমান আনার পর দূষণীয় নাম (দিয়া ডাকা) বড়ই মন্দ কথা, এবং যাহারা ইহার উপর পর তওবা করিবে না তাহারাই যালেম] যে ব্যক্তি কাউকে ক্ষেপায়, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না, যতক্ষণ সে নিজেও এর ভুক্তভোগী হয়। নিজ ভাইদেরকে হেয় জ্ঞান করো না। যখন তোমরা এক প্রস্রবণ থেকে পান কর, তখন কার ভাগ্যে বেশি পানি আছে, সে কথা কে বলতে পারে? জগতের নীতি মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা এনে দিতে পারে না। খোদা তা'লার নিকট সেই ব্যক্তিই মহত যে মুত্তাকি।

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (হুজরাত: ১৪)

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯-৩১)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জাতি বৈষম্য

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর, অক্টোবরর, ২০১৮

(পূর্ববর্তী সংখ্যা ১১-এর পর)

৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮

আরব অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত

সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, মিসর, আলজেরিয়া, সুডান, সুমাল, প্যালেস্টাইন এবং তিউসিনিয়া থেকে আহমদী ও অ-আহমদী সদস্যরা হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যারা প্রথমবার এসেছেন তারা হাত তুলুন। অনেকে হাত তোলেন, যা দেখে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মাশাআল্লাহ্ অনেকেই প্রথম বার এসেছেন।

* আলজেরিয়ার এক আহমদী অতিথি বলেন: আমি বিশেষ করে জলসার জন্য এসেছি। এই জলসা অত্যন্ত আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ। এটি আমার জন্য একটি স্বপ্নের মত ছিল যা খোদা তা'লা পূর্ণ করে দিয়েছেন। আলজেরিয়ার অনেক আহমদী জলসায় অংশগ্রহণের ইচ্ছা রাখে, কিন্তু নিরুপায় হয়ে আসতে পারে না। সেই সমস্ত সদস্যরা আপনাকে সালাম জানিয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন: খোদা তা'লা কৃপা করুন, তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটুক, মামলা-মোকাদ্দমার নিষ্পত্তি হোক আর যারা বন্দীদশা কাটাচ্ছেন তারা যেন মুক্তি পায়।

* সিরিয়ার এক অ-আহমদী অতিথি বলেন: জলসার পরিবেশ খুব ভাল লেগেছে। প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করলাম। সামগ্রিক ব্যসস্থাপনা উচ্চমানের ছিল। হুযুর আনোয়ারকে দেখে ভীষণ আনন্দিত হলাম।

*সিরিয়া থেকে আগত এক আহমদী মহিলা বলেন: আমি তৃতীয়বার জলসায় অংশগ্রহণ করলাম। প্রত্যেকবারই মনে হয় যেন প্রথম বার এসেছি। হুযুর আনোয়ারকে দেখে আমি যেভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। একথা শুনে হুযুর আনোয়ার সস্নেহে বলেন, আপনার আর সব কথা বুঝতে পেরেছি। খোদা তা'লা আপনার পুণ্যময় আবেগকে গ্রহণ করুন।

*সিরিয়া থেকে আগত এক অ-আহমদী যুবক বলেন: আমি আহলে সুন্নত জামাতের একজন সদস্য। আমি এখানে জলসায় এসে অনেক কিছু দেখেছি এবং শিখেছি। এখানেই প্রকৃত ইসলাম আমার চোখে পড়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আপনার সহায় হন। আমার মতে, সকলকে এখানে এসে শেখা উচিত। একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন: খোদা তা'লা ফযল করুন এবং সকলের সহায় হন।

এক ছোট্ট মেয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.)কে বলে, হুযুর আমি আপনাকে ভালবাসি। একথা বলে সে কেঁদে ফেলে। হুযুর আনোয়ার সস্নেহে তাকে বলেন, আমি তোমাকে ভালবাসি।

* এক মহিলা নিবেদন করেন যে, আমি প্রথমবার জলসায় এসেছি। এখানে এসে অনেক বেশি আধ্যাত্মিকতা লক্ষ্য করেছি। এখানকার পরিবেশ মক্কা ও মদিনার পরিবেশের মত। এমন আধ্যাত্মিকতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি, এটি আমার জন্য বর্ণনা করা কঠিন। আমাদের সিরিয়ার জন্য দোয়া করুন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ কৃপা করুন।

একটি ছোট্ট মেয়ে বলে, আমি দোয়া করতাম যে, হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে যেন আমার সাক্ষাত হয়। খোদা তা'লা আমার দোয় গ্রহণ করেছেন। আমি হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ কৃপা করুন।

সিরিয়া থেকে আগত নয় বছরের এক মেয়ে বলে, আমি একটি ছবি এঁকেছি যা হুযুর আনোয়ারে সামনে উপস্থাপন করতে চাই। একথা বলেই সে কেঁদে ফেলে। হুযুর আনোয়ার বলেন, চলে এস। সে মঞ্চে এসে হুযুর আনোয়ারের হাতে সেই ছবিটি তুলে দেয়।

* সিরিয়ার এক যুবক বলে, সিরিয়ায় থাকাকালীন আমার মনে বিভিন্ন পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু এখানে এসে সব পাল্টে গেছে। আমি ডাক্তার হতে চাই, কিন্তু নম্বর কম হওয়ার কারণে ভর্ত্তি হতে পারছি না। এবিষয়ে আপনার পথ-নির্দেশিকা চাই। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি তো নম্বর আমি দিতে পারি না, সেই কাজ তো আপনাকেই করতে হবে। পূর্ব ইউরোপে খোঁজ নিয়ে দেখুন, সেখানে ভর্ত্তির সুযোগ থাকলে ভর্ত্তি হয়ে যান। আর বেশি নম্বর অর্জন করার চেষ্টা করুন। তা না হলে অন্য কোন বিকল্প দেখুন।

* এক সিরিয়ান যুবকের প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মানুষের কাজ হল সেই সমস্ত কাজ করা যার দ্বারা খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন। যদি এর বিপরীতটি করেন তবে তা শয়তানকে প্রীত করবে। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এক প্রশ্নকর্তাকে বলেছিলেন, খোদাকে ভয় কর, এরপর যা খুশি কর।

* সুদানের এক অ-আহমদী বন্ধু আব্দুল করীম মহম্মদ সালেহ সাহেব বলেন, আমি জলসায় অনেক নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখেছি। প্রচুর লোকের সমাগম ছিল, কিন্তু, কিন্তু প্রত্যেকে প্রফুল্ল বদনে আলাপ করছিল। থাকা ও খাওয়ার জায়গাগুলিও শান্তিপূর্ণ ও আরামদায়ক ছিল। আমি প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করলাম। জলসার পরিবেশ অত্যন্ত আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ছিল। তাহাজ্জুদের নামায এবং হুযুরের সঙ্গে বা-জামাত নামাযের ব্যবস্থা ছিল। আমি একথা দাবির সঙ্গে বলতে পারি যে, জামাত আহমদীয়া সব থেকে সুসংগঠিত জামাত। ছোট-বড় সকলে বিনম্রভাবে এবং উদারমনে অতিথিদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। আমি পুনরায় এই জলসায় অংশগ্রহণের বাসনা রাখি।

সিরিয়া থেকে এক অ-আহমদী অতিথি মহম্মদ ইব্রাহিম হাসান কুর্দী নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, আমি প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করলাম। ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও করব। জলসা খুবই সুন্দর ছিল, এই জলসা থেকে আমি ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছি। আমীরুল মোমেনীনের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে, এর জন্য আমি খোদা তা'লার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। আমি জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে অনেক অপপ্রচার ও অপবাদ শুনেছিলাম, যেমন এরা কাফের, এছাড়াও আরও অনেক অপবাদ আছে। আমি পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি সেগুলি সবই মিথ্যা।

*সিরিয়ার এক অ-আহমদী ভদ্রমহিলা নিহাদ মুস্তাফা বলেন, জলসায় প্রথমবার অংশগ্রহণ করছি। ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও হতে থাকব। জলসা খুবই ভাল ছিল। এখানে আমি অনেক নতুন জিনিষ শিখেছি, যেগুলি সম্পর্কে পূর্বে আমার জানা ছিল না। এখানে এসে জামাতের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আমীরুল মোমেনীনকে দেখার বাসনা ছিল আমার। আমার সেই বাসনা পূর্ণ হয়েছে। জলসায় কোন অনুচিত বিষয় আমি দেখি নি। এখন আমি জেনে গেছি যে, জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে যে নেতিবাচক কথাগুলি আমি শুনেছিলাম সেগুলি সবই ভুল। আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন সব সময় আপনাদের তৌফিক দিতে থাকেন।

সিরিয়ার এক বন্ধু সামের রমযান প্রথম বার জলসায় অংশগ্রহণ করছিলেন। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: যতদূর আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ পরিবেশের প্রশ্ন,সেদিক থেকে জলসার সমস্ত প্রকিয়া ইতিবাচক ছিল যা ভালবাসা ও প্রশান্তি বয়ে আনছিল। আর যতদূর পরিষেবা ও ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক, তা ছিল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের। এতে অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতিফলন দেখা গেছে। জলসা সম্পর্কে আমার ধারণা অত্যন্ত ইতিবাচক। কেননা, আমার সঙ্গে কিছু এমন আহমদীদের সম্পর্ক রয়েছে যা অতুলনীয় উচ্চ মূল্যবোধের অধিকারী আর আমি এজন্য গর্বিত। আমি খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস-এর সঙ্গেও সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেছি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করুন এবং তাঁর মাধ্যমে জামাত আহমদীয়াকে সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করুন।

* মিশর থেকে আগত এক নওমোবাইন যুবক মহম্মদ রাতেব সাহেব বলেন: আমি জলসা সালানায় প্রথমবার অংশগ্রহণ করছি। এখানে আমি আপ্যায়ন, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালবাসার যে দৃশ্য দেখেছি তা জীবনে কখনো দেখি নি। এরজন্য আমি আল্লাহ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞ। যুগ খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি ব্যকুল ছিলাম। আল্লাহ্ তা'লা আমার সেই বাসনা পূর্ণ করেছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আমার কাছে ভাষা নেই। অতিথিদের সেবায় নিয়োজিত আমি সমস্ত ভাইদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আরব অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের এই সাক্ষাতপর্বটি রাত নটায় সমাপ্ত হয়।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

হুযুর আনোয়ার (আই.) আজ ইংরেজিতে একটি ভাষণ দান করেন যা অতিথিদের মনে গভীর রেখাপাত করে। অনেক অতিথি একথা অকপটে স্বীকার করেন যে, খলীফার ভাষণের কল্যানে আমরা আজ ইসলামের প্রকৃত ও শান্তি পূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হলাম। সেই সমস্ত অতিথিদের মধ্যে কয়েকজনের প্রতিক্রিয়া ও মতামত তুলে ধরা হল।

*নরবেট ওয়াগনার নামে এক অতিথি বলেন: আমি জলসায় আটবার এসেছি। কিন্তু আজকের ভাষণ আমার জন্য এই দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তম ছিল যে, আমি ইমিগ্রেশনের উকিল। খলীফার কথাগুলি গভীর রেখাপাত করেছে আর সেগুলি ছিল সঙ্গত। তিনি একটি জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম সমাধান সূত্র প্রস্তাব করেছেন। এটি একারণে যে, তিনি কোনও পক্ষকেই দোষারোপ করেন নি, বরং তিনি বলেছেন উভয় পক্ষকেই পরস্পরের অধিকার প্রদান করতে হবে। অথচ অন্যরা যখন বিষয়টি নিয়ে কথা বলে, তখন তারা পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে বিষয়টির সংবেদনতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কেউ বলে, শরণার্থীরা ভুল করছে, কেউ বলে সরকার অত্যাচারী। কিন্তু খলীফা বলছেন, দুই পক্ষকে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করতে হবে, যাতে শরণার্থীরা সমাজের

এরপর ৮ এর পাতায়..

জুমআর খুতবা

“যুগ মসীহ্‌র সময় ছিল এটি, আমি না আসলে অন্য কেউ অবশ্যই আসতো।”

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলতেন, আমার কোন দাবি যদি কুরআন সম্মত না হয়, তবে আমি সেটিকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করব।

“তবে যেদিকে কুরআন আছে, আমি সেদিকেই।”

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ভাষায় যুগের পরিস্থিতির, মসীহ মওউদ আগমণের প্রয়োজন, তাঁর আবির্ভবাবের যুগের বৈশিষ্ট, আবির্ভাবের স্থান, প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সাক্ষ্য এবং সত্য উদ্ঘাটন সম্পর্কে পথপ্রদর্শনের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নির্দেশিত পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।

খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত পুণ্যবান বুযুর্গ মৌলনা খুরশিদ আনোয়ার সাহেব (উকিলুল মাল তাহরীক জাদীদ, কাদিয়ান) , মাননীয় তাহের হোসনে মুনশীর সাহেব (নায়েব আমীর জামাত আহমদীয়া ফিজি) এবং মালির এক নিষ্ঠাবান আহমদী মাননীয় মূসা সিসকো সাহেবের মৃত্যু। মৃতদের প্রশংসূচকগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২২ মার্চ , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২২ তবলীগ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: আগামীকাল ২৩শে মার্চ আর এই দিবসটিকে জামা'তে মসীহ্ মওউদ দিবসের প্রেক্ষাপটে স্মরণ রাখা হয়। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে মসীহ্ এবং মাহদীর শেষ যুগে এসে জগদ্বাসীর সামনে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা তুলে ধরা ও প্রচার করার কথা ছিল এবং মুসলমানদেরকে একহাতে ঐক্যবদ্ধ করার কথা ছিল, বরং সব ধর্মের অনুসারীদেরকে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বের গণ্ডিভুক্ত করার কথা ছিল- এদিন তা ঘোষিত হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ঘোষণা করেন যে, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী, যার আগমনী বার্তা মহানবী (সা.) দিয়েছিলেন। আর এভাবে তিনি (আ.) তাঁর হাতে বয়আতের ধারা আরম্ভ করেন। এখন আমি আপনাদের সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো যাতে তিনি মসীহ্ মওউদ এর আগমনের আবশ্যকতা, যুগের অবস্থা এবং নিজ দাবির ব্যাখ্যা দিয়েছেন আর এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিদর্শনের কথাও বলেছেন। তিনি তাঁর একটি পঙ্‌ক্তিতে বলেন,

“যুগ মসীহ্‌র সময় ছিল এটি, আমি না আসলে অন্য কেউ অবশ্যই আসতো।”

(দুররে সমীন, পৃ: ১৬০)

কাজেই, যুগের বিরাজমান অবস্থা দাবি করছিল যেন কেউ আসে। যিনি ইসলামের দোদুল্যমান নৌকার হাল ধরবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলমান আলেমদের সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণি, যারা পূর্বে কোন মসীহ্‌র আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল, বরং অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিল, তাঁর (আ.) দাবির পর বিরোধিতা করে আর সাধারণ মুসলমানদের মিথ্যা কল্প-কাহীনি শুনিয়ে, তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাঁর এবং তাঁর জামা'তের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের এতটাই উত্তেজিত করেছে যে, তারা হত্যার ফতোয়া দিতে আরম্ভ করে। বরং আজ পর্যন্ত আহমদীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে ও স্থানে যুলুম ও বর্বরতা প্রদর্শন করে এমন ভয়াবহ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে বা হচ্ছে, আর এ সবই করা হয়েছে ইসলামের নামে। অথচ ইসলামের মর্ম যে ব্যক্তি বোঝে, সে এমনটি ভাবতেও পারে না। আর এমন কাজ কখনো তাদের দ্বারা হতেই পারে না। যাহোক, আমরা দেখি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) (যুগের) অবস্থা এবং যুগ মসীহ্‌র আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন।

এটি বর্ণনা করতে গিয়ে যে, মসীহ্ মওউদের আগমনের কী প্রয়োজন আর আর এ যুগের প্রেক্ষাপটে মসীহ্‌র গুরুত্বই বা কী, (তিনি একথা বলেন নি যে, আমিই আসবো বরং যুগের দাবি ছিল যে, কেউ আসুক) তিনি (আ.) বলেন,

“পবিত্র কুরআন ইসরাঈলী ও ইসমাঈলী দুই উম্মতের মাঝে খিলাফতের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে সাদৃশ্য বর্ণনা করেছে। যেমনটি

এ আয়াতথেকে স্পষ্ট যে,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور:56)

তিনি বলেন, ইসরাঈলী ধারার শেষ খলীফা, যিনি হযরত মূসার পর চতুর্দশ শতাব্দীতে এসেছিলেন, তিনি ছিলেন মসীহ্ নাসেরী। সেই নিরিখে এই উম্মতের মসীহ্‌রও চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আসা আবশ্যক ছিল। এছাড়া দিব্যদর্শনে অভিজ্ঞ অনেক প্রবীন বুযূর্গ (যাদের খোদার সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল) এই শতাব্দীকে মসীহ্‌র আগমনকাল বলে অভিহিত করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, যেমন হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রমুখ আহলে হাদীসগণ একমত যে, মসীহ্‌র আগমনের সকল ছোটখাটো লক্ষণের সবক'টি এবং বড় বড় লক্ষণের অনেকটা পূর্ণ হয়েছে। (অর্থাৎ মসীহ্‌র আগমনের ছোট ও বড় লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে।) তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু এরা একটু ভুল করেছে, যত লক্ষণ ছিল সবই পূর্ণ হয়েছে। (অনেকটা পূর্ণ হয়েছে একথা ঠিক নয়, বরং মসীহ্‌র আগমণের লক্ষণাবলী পুরোপুরি প্রকাশ পেয়েছে।) তিনি বলেন, আগমনকারীর বড় লক্ষণ বা নিদর্শন বুখারী শরীফে উল্লিখিত আছে, আর তা হলো, **‘ইয়াকসিরুস সলীবা ওয়া ইয়াকতুলুল খিনযির’** অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্মের আধিপত্য এবং ক্রুশপূজার আগ্রাসনের সময়টাই হবে মসীহ্‌র আগমনের যুগ। প্রশ্ন হলো, (এটি) কি সেই সময় নয়? পাদ্রীদের দ্বারা ইসলামের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আদম থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত এর কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? সব দেশেই দলাদলি দেখা দিয়েছে। মুসলমনাদের এমন কোন পরিবার নেই যাদের দু-একজন তাদের খপ্পরে না পড়েছে। অতএব, আগমনকারীর সময় হলো ক্রুশীয় মতবাদের আধিপত্য। এরচেয়ে বড় আগ্রাসন আর কী হতে পারে, কীভাবে শত্রুতার বশে হিংস্র পশুর ন্যায় ইসলামের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। (এই বাক্য থেকে স্পষ্ট যে, তাঁর প্রতি আরোপিত এই অপবাদ ভ্রান্ত যে, তিনি ইংরেজদের রোপিত বৃক্ষ। অতএব, এটি থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি ইংরেজদের রোপিত বৃক্ষ নাকি ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন।) তিনি (আ.) আরো বলেন, কোন বিরোধী দল আছে কি, যে মহানবী (সা.)-কে চরম বন্যভাষায় গালমন্দ করেনি। এখন এটি যদি আগমনকারীর সময় না হয় তাহলে তিনি যদি অতি দ্রুতও আসেন তবুও একশ' বছরের মধ্যে আসবেন, কেননা তিনি যুগের মুজাদ্দিদ, (অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ, যার আগমনের সময় হলো শতাব্দীর শিরোভাগ) এখন প্রশ্ন হলো, বতর্মানে মুসলমানদের মাঝে এতটুকু শক্তি আছে কি যে, আরো এক শতাব্দী পর্যন্ত পাদ্রীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের মোকাবিলা করবে? তাদের আগ্রাসন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যার আসার কথা তিনি এসে গেছেন। হ্যাঁ, এখন তিনি দাজ্জালকে শক্তিশালী যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে বধ করবেন। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর হাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধ্বংস অবধারিত, সাধারণ

মানুষের নয় বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুসারীদেরও নয়। অতএব, এভাবেই তা পূর্ণ হয়েছে। ” (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭-৪৮)

অর্থাৎ, যে মুহাম্মদী মসীহ্‌র আসার কথা ছিল, তাঁর যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে অন্যান্য সকল ধর্মের ওপর ইসলামী শিক্ষামালার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার কথা ছিল। আর সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপনের কথা ছিল। সহস্র সহস্র অমুসলমান যারা প্রতি বছর আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হয় তারা তাঁর উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমেই তা হচ্ছে।

এরপর যুগের বিরাজমান অবস্থা এবং মসীহ্ মওউদের আবশ্যকতা সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো বলেন,

“ভূমি উপযুক্ত না হলে বৃষ্টিতে কোন লাভ হয় না বরং উল্টো ক্ষতিই হয়ে থাকে। (জমি যদি ভালো না হয়, অনুর্বর হয় আর পাথুরে জমি হয়, তাহলে ক্ষতিই হয়ে থাকে।) অতএব স্বর্গীয় জ্যোতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা হৃদয়কে জ্যোতির্মণ্ডিত করতে চায়, একে গ্রহণ করার এবং তা থেকে লাভবান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। (অর্থাৎ, নিজেদের হৃদয়-জমিনকে এর যোগ্য কর।) বৃষ্টির পানিকে কাজে লাগানোর যোগ্যতা যেই ভূমির নেই। (আর সেই পানি যার কোন উপকারে আসে না) তোমরাও সেটির মতো জ্যোতির উপস্থিতি সত্ত্বেও অন্ধকারে হাঁটবে আর হোঁচট খেয়ে গভীর কূপে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে, (এমনটি যেন না হয়। অর্থাৎ আলো সত্ত্বেও অন্ধকারে থাকবে আর গভীর কূপে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে তোমাদের অবস্থা যেন এমন না হয়।) তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মায়ের চেয়েও বেশি স্নেহশীল। তাঁর সৃষ্টি ধ্বংস হবে- এটি তিনি চান না। তিনি হেদায়েত এবং আলোর পথ নিজেই উন্মোচন করেন। কিন্তু সেসব পথে পদচারণার জন্য তোমরা বিবেক-বুদ্ধি এবং আত্মশুদ্ধির পন্থা অবলম্বন কর। যেমন ভূমিকে যতক্ষণ কর্ষণ করে প্রস্তুত করা না হবে ততক্ষণ তাতে বীজ বপন করা যায় না। অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা-সাধনা করে আত্মশুদ্ধি করা না হয় উর্ধ্বলোক থেকে পবিত্র চিন্তাধারা বা বিবেক-বুদ্ধি অবতীর্ণ হয় না। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা অপার কৃপা করেছেন আর স্বীয় ধর্ম এবং মহানবী (সা.)-এর সমর্থনে মানুষকে আলোর দিকে আহ্বানের জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন যে তোমাদের সামনে কথা বলছে। যদি এ যুগে এমন নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা না দিতো আর ধর্মকে নির্মূল করার জন্য যত অপচেষ্টা হচ্ছে তা যদি না হতো তাহলে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু এখন তোমরা দেখছ যে, ডানে-বামে সর্বত্র ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে, অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে আক্রমণ হচ্ছে। (সব জাতি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, আজ পর্যন্ত কোন না কোনভাবে সকল জাতি এই অপপ্রয়াস ও অপকর্মে লিপ্ত।) তিনি বলেন, আমার মনে আছে আর বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকেও আমি উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে ছয় কোটি বই-পুস্তক লিখে ছাপা হয়েছে। (এটি তাঁর (আ.) যুগের কথা, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর পূর্বের কথা, বরং ১৫০বছর পূর্বেকার কথা।) তিনি বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো, ভারতের মুসলমানদের সংখ্যাও ছয় কোটি আর ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা বই-পুস্তকের সংখ্যাও ছয় কোটি। তিনি বলেন, এসব রচনার পর যে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, এর বাইরেও যদি মুসলমান থাকে তাহলেও আমাদের বিরোধীরা প্রত্যেক মুসলমানের হাতে একটি করে বই ধরিয়ে দিয়েছে। (অর্থাৎ মুসলমানের সংখ্যা যত, তত সংখ্যায়ই বই লেখা হয়েছে। এখন তো বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার মাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, ইন্টারনেট তথা বিভিন্ন মাধ্যমে এর পরিধি আরো বিস্তৃত হয়েছে। নিত্যনতুন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, বিরোধীরা প্রত্যেক মুসলমানের হাতে একটি করে বই ধরিয়ে দিয়েছে।) তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান যদি জাগ্রত না হতো আর তাঁর সত্য প্রতিশ্রুতি **‘ইন্না লাহু লাহাফেযুন’**। (সূরা হিজর: ১০) না থাকতো তাহলে এটি নিশ্চিত যে, ইসলাম আজকে পৃথিবী থেকে উঠে যেত আর এর নাম-চিহ্নও মুছে যেত, কিন্তু না, এমনটি হতে পারে না। খোদা তা'লার অদৃশ্য হাত এরে রক্ষা করছে। আমার আক্ষেপ ও পরিতাপ হলো, মানুষ ইসলামের জন্য ততটুকু চিন্তাও করে না যতটুকু বিয়ে-শাদীর জন্য চিন্তা করে। আমার বহুবার এটি পাঠ করার সুযোগ হয়েছে যে, খ্রিষ্টান মহিলারা মৃত্যুকালে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য লক্ষ লক্ষ রুপি ওসীয়্যত করে যায়। (সেযুগে ধর্মের প্রতি খ্রিষ্টানদের আকর্ষণ ছিল। মহিলারাও কুরবানী করতো) আর তাদের জীবন খ্রিষ্টধর্মের প্রচারের জন্য উৎসর্গ করার বিষয়টি তো আমরা প্রতিদিন ও প্রতিনিয়ত দেখছি। এরপর তিনি সে যুগের চিত্র অঙ্কন করেন যে, সহস্র সহস্র মহিলা ‘নান’রা ঘরে-ঘরে এবং অলি-গলিতে ঘুরে বেড়ায়। (অর্থাৎ খ্রিষ্টান মহিলারা তবলীগ করে বেড়ায়) আর সম্ভাব্য সকল উপায়ে ঈমান হরণ করে। তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানদের কোন একজনকেও দেখিনি যে, ইসলাম প্রচারের জন্য ৫০ রুপি ওসীয়্যত করে মারা গেছে। হ্যাঁ, বিয়ে-শাদি এবং জাগতিক আচার অনুষ্ঠানে অঢেল অপব্যয় করে থাকে, (আর এই অপব্যয় আজও হচ্ছে। ইসলাম সেবার জন্য যৎসামান্য যে খরচ তারা করে, জাগতিক খরচের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না।) তিনি বলেন, ঋণ করেও হলেও অঢেল বাজে খরচ করা হয়। কিন্তু কোন খাতে যদি খরচ করার না থাকে তাহলে কেবল ইসলামের জন্য নেই। পরিতাপ, আক্ষেপ! মুসলমানদের এর চেয়ে বেশি শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবা যায় কি?”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭২-৭৪)

মুসলামনদের সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণির অবস্থা আজও এটিই। যদিও কোন কোন স্থানে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয় কিন্তু তা -ও যেমনটি আমি বলেছি, জাগতিক কামনাবাসনা চরিতার্থ করা জন্য খরচ যেভাবে করা হয়, ধর্মের জন্য তার এক-দশমাংশও করা হয় না। এটি তখনকার অবস্থা ছিল যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দাবি করেছেন। এখন মুসলমানদের একটি অংশের ধর্মের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হলেও আমি যেভাবে বলেছি, তা কেবল এতটা যে, ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। এতটুকুই উন্নতি হয়েছে। অনেকেই আছে যারা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়। তারা মসজিদও কিছুটা আবাদ করেছে, কিন্তু ইসলামের শিক্ষা প্রচারের কোন চেষ্টা তাদের নেই। নামসর্বস্ব কোন চেষ্টা থাকলেও তা ধর্মীয় উগ্রতাপূর্ণ প্রচেষ্টা, অর্থাৎ, আমরা বাহুবলে ইসলাম প্রচার করবো। এমন বহুদল গঠিত হয়েছে। অথবা মসীহ্ মওউদ (আ.) ও তাঁর জামা'তের বিরোধিতার অপচেষ্টা চলছে। অতএব সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আজ যদি ইসলামকে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করতে হয় তাহলে খোদার প্রেরিত এই মহাপুরুষের মাধ্যমেই তা হবে, এটিই ঐশী তকদীর।

আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহর জন্য খোদা ও তাঁর রসূল কিছু লক্ষণাবলীও নির্ধারণ করেছেন। এমন নয় যে, কোন লক্ষণ ছাড়াই আগমনকারী ব্যক্তি দাবি করে বসবেন। একথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

“আগমকারী ব্যক্তির একটি নিদর্শনও রয়েছে, আর তাহলো সে যুগে রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হবে। অল্লাহ তা'লার নিদর্শনাবলীর সাথে ঠাট্টাকারীরা খোদার সাথে ঠাট্টা করে। চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ তাঁর দাবির পর সংঘটিত হওয়া এমন একটি বিষয় ছিল যা প্রতারণা ও কৃত্রিমতা থেকে যোজন যোজন দূরে। (এটিকে দৈব বিষয় বলা যায় না বা প্রতারণাও বলা যায় না আর ধোঁকাও বলা যায় না।) তিনি বলেন, এর পূর্বে কোন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ এমন প্রকাশ পায় নি। এটি এমন এক নিদর্শন ছিল যার মাধ্যমে খোদা তালার সমগ্র বিশ্বে আগমনকারীর ঘোষণা দেওয়ার ছিল। আরব বাসীরা এই নিদর্শন দেখে নিজেদের রুচি অনুসারে এটিকে সঠিক আখ্যা দিয়েছে। এ কথার ঘোষণাকারী হিসেবে আমাদের বিজ্ঞাপনের যে যে স্থানে পৌছনো সম্ভব ছিলনা সেসব স্থানে এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ আগমনকারীর সময়েরও ঘোষণা দিয়েছে। এটি খোদার নিদর্শন ছিল, যা মানবীয় ষড়যন্ত্র হতে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র। কোন ব্যক্তি যত বড় দার্শনিকই হোকনা কেন, তার ভাবা ও চিন্তা করা উচিত যে, যেখানে নির্ধারিত নিদর্শন পূর্ণ হয়ে গেছে সেখানে যার সত্যতার জন্য এটি প্রকাশ পেয়েছে সে ব্যক্তিও কোন স্থানে থাকা আবশ্যক। এটি এমন বিষয় ছিল না যা কোন হিসোবের অধীনে হবে। যেমন তিনি বলেছিলেন, এটি তখন প্রকাশ পাবে যখন মাহদী হওয়ার কোন দাবিদার থাকবে, মাহদী ও মসীহ্ হওয়ার দাবির পর এই নিদর্শন প্রকাশ পাবে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) একথাও বলেছেন যে, আদম থেকে সেই মাহদী পর্যন্ত কখনো এমন ঘটনা ঘটেনি। কোন ব্যক্তি যদি ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণ করে তাহলে আমরা মেনে নিব।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৮-৪৯)

পুনরায় তিনি বলেন, আর একটি নিদর্শন হলো তখন পুচ্ছ বিশিষ্ট নক্ষত্রের উদয় হবে।। অর্থাৎ সেসব বছরের নক্ষত্র যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ সেই নক্ষত্র যা ঈসা (আ.) এর যুগে প্রকাশ পেয়েছিল। এখন সেই নক্ষত্রও

রসুলের বাণী

দাঁড়িয়ে নামায পড়, যদি তা সম্ভব না হয় বসে পড় তার তাও সম্ভব না হলে পাশ ফিরে শুয়ে নামায পড়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জুমা)

দোয়াপ্রার্থী: আযকারুল ইসলাম, জামাত আহমদীয়া আমাইপুর, বীরভূম

উদিত হয়েছে যা ইহুদীদেরকে ঊর্ধ্বলোক থেকে মসীহ্‌র আগমন সংবাদ দিয়েছিল। একইভাবে পবিত্র কুরআনে দৃষ্টি দিলে জানা যায় যে,

وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ-وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ-وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ-وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ-وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ-بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ-وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

(সূরা আত্-তাকভীর: ০৫-১১)

(এগুলো সবই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী, অর্থাৎ বন্যপ্রাণী সমবেত করা হবে। এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি হলো চিড়িয়াখানা বানানো হবে। পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষার বিস্তার ঘটবে। এটিও যে, কতক আদিবাসীকে মানুষ আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সমুদ্র মিলিত করার কথা রয়েছে। মানুষ মিলিত করার কথাও রয়েছে। এখন যোগাযোগ করা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। এখন এক সেকেণ্ডে পৃথিবীর সর্বত্র যোগাযোগ হয়ে যায়। পুনরায় এটিও রয়েছে যে, নারী, যার উপর অত্যাচার করা হতো, যার অধিকার পদদলিত করা হতো, যাকে হত্যা করা হতো, সে প্রশ্ন করবে যে, কোন অপরাধে আমাকে হত্যা করা হচ্ছে? বই-পুস্তক প্রচার করা হবে। প্রেস, মিডিয়া রয়েছে। এই সমস্ত কিছু প্রমাণ করে যে, এটি মসীহ্ মওউদ এর যুগ। আর পবিত্র কুরআনে এসবের ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ রয়েছে।) তিনি বলেন, অর্থাৎ সেযুগে উটগুলো বেকার হয়ে যাবে আর পূর্বের যুগের চেয়ে অনেক উন্নত মানের বাহন হবে এবং পরিবহন ব্যবস্থা থাকবে। অর্থাৎ সে যুগে বা মসীহ্‌র যুগে এমন উন্নত মানের পরিবহন ব্যবস্থা থাকবে যে, এই বাহনগুলো পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। এর অর্থ ছিল রেল গাড়ির যুগ। এটিও তাঁর একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। (আর এখন এ অনুসারে মক্কা ও মদীনার মাঝেও রেল গাড়ি চলাচল আরম্ভ হয়ে গেছে বা লাইন বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।) তিনি বলেন, যারা মনে করে যে, এ আয়াতগুলোর সম্পর্ক কিয়ামতের সাথে তারা এ কথা চিন্তা করে না যে, কিয়ামত দিবসে উটগুলো কিভাবে গর্ভবতী থাকতে পারে! কেননা **'ইশার'**-এর অর্থ হলো গর্ভবতী উট। এরপর লিখিত আছে যে, সে যুগে চতুর্দিকে ঝর্ণা প্রবাহিত করা হবে আর প্রচুর পরিমাণে বই-পুস্তক ছাপা হবে। এক কথায় এই সমস্ত নিদর্শন এ যুগ সম্পর্কেই ছিল। ”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯-৫০)

মসীহ্ মওউদ কোথায় আবির্ভূত হবেন - সে সম্পর্কে আরো প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি বলেন, এখন বাকী থাকল জায়গার প্রশ্ন। অতএব স্মরণ রাখা উচিত যে, দাজ্জালের আবির্ভাব পূর্ব দিকে হবে বলা হয়েছে। যার অর্থ হলো আমাদের এই দেশ। অতএব 'হুজাজুল কিরামা' পুস্তকের লেখক লিখেন, দাজ্জালের ফিতনা বা নৈরাজ্য ভারতবর্ষে প্রকাশ পাচ্ছে। আর এটি আবশ্যক যেন মসীহ্‌র আবির্ভাব সেখানেই হয় যেখানে দাজ্জাল থাকবে। এছাড়া তাঁর গ্রামের নাম 'কাদা' উল্লেখ করা হয়েছে যা কাদিয়ানের সংক্ষিপ্ত রূপ। তিনি বলেন, ইয়ামেনেও এই নামের কোন গ্রাম থাকতে পারে- এটি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, ইয়ামেন হিজাযের পূর্ব দিকে নয় বরং দক্ষিণে অবস্থিত।

তিনি বলেন, এছাড়া স্বয়ং নিয়তি এই অধমের যে নাম রেখেছে তা-ও এদিকে এদিকে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বহন করে, কেননা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী-র সাংখ্যমান পুরো ১৩০০ দাঁড়ায়। অর্থাৎ হুরুফে আবজাদ বা আরবী অক্ষরের যে সাংখ্যমান রয়েছে সে হিসাব অনুসারে পুরো ১৩০০ দাঁড়ায়। অর্থাৎ সেই নামের ইমাম চতুর্দশ শতাব্দির প্রারম্ভে আসবেন। এককথায় মহানবী (সা.) এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০)

পুনরায় নিদর্শন সম্পর্কে তিনি আরো বলেন যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগও একটি লক্ষণ ছিল। (বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ আসবে।) তিনি বলেন, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ও কলেরা ঐশী প্রকোপের রূপ ধারণ করেছে। প্লেগ হলো সেই ভয়াবহ শাস্তি যা সরকারকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে (আর সে যুগে এটি ৫-৬ বছর বিদ্যমান ছিল এবং ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করেছে।) আর যদি এটি (অর্থাৎ প্লেগ) আরো ছড়িয়ে পড়ে, (তিনি সে যুগের কথা বলেন যে) যদি এটি আরো ছড়িয়ে পড়ে তাহলে পুরো দেশের মানুষ মারা যাবে, এত দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ছিল! এরপর তিনি বলেন, “ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ভূমিকম্প- যেগুলো দেশের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল ধ্বংস করে দিয়েছে। (আর পার্থিব যুদ্ধ বিগ্রহ তো এখনও অব্যাহত রয়েছে।) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্টের জন্য এটিও আবশ্যক যেন তিনি নিজের সত্যতার প্রমাণে ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, এক লেখরামের নিদর্শন কি সাধারণ কোন নিদর্শন ছিল! মল্লযুদ্ধের মতো বেশ কয়েক বছরের জন্য কটি শর্ত দেওয়া হয়েছিল। পাঁচ বছর পর্যন্ত অনবরত লড়াই হতে থাকে। উভয় পক্ষ বিজ্ঞাপন প্রচার করে। (এ কথার চর্চা হতে থাকে, চতুর্দিকে লেখরামের ঘটনা প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথে তার মোকাবেলা হচ্ছে।) আর এটি এমন প্রসিদ্ধি পায় যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। অতঃপর সেরূপই ঘটেছে যেমনটি বলা হয়েছিল যে, এর আর কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? সর্বধর্ম সম্মেলন সম্পর্কেও বেশ কয়েকদিন পূর্বেই এই ঘোষণা করা হয় যে, আমাকে আল্লাহ্ তা'লা জানিয়েছেন যে, আমার প্রবন্ধ সবার ওপর জয়ী হবে। যারা এই মহান ও গভীর প্রভাব বিস্তারী জলসা প্রত্যক্ষ করেছে তারা নিজেরাই অনুধাবন করতে পারে যে, এমন জলসায় বিজয়ী হওয়ার সংবাদ পূর্বেই প্রদান করা কোন অনুমান ছিল না। অবশেষে তা-ই হয়েছে যেমনটি সংবাদ দেওয়া হয়েছিল।”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫১-৫১)

এটি তাঁর (আ.) রচিত ইসলামী নীতি-দর্শন পুস্তক সম্পর্কে ছিল। এ সম্পর্কে সে যুগে কোলকাতার একটি পত্রিকায় প্রকাশিত জেনারেল গওহর আসফীর একটি বিবৃতি পাঠ করছি। তিনি লিখেন, এই জলসায় যদি হযরত মির্যা সাহেবের প্রবন্ধ না থাকতো তাহলে মুসলমানদের ওপর বিধর্মীদের বিপরীতে অপমান ও লঞ্ছনার মার পড়তো। কিন্তু খোদা তা'লার শক্তিশালী হাত পবিত্র ইসলামকে পতন থেকে রক্ষা করেছে, বরং ইসলামকে এই প্রবন্ধের মাধ্যমে এমন বিজয় দান করেছেন সমমনাদের পাশাপাশি বিরোধীরা পর্যন্ত অবলীলায় বলে উঠে যে, এই প্রবন্ধ সবার ওপর বিজয় লাভ করেছে, বিজয়ী হয়েছে।”

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৭২)

এখন এই লেখক কোন আহমদী নয়, বরং এক অ-আহমদী এটি লিখতে বাধ্য হয়েছে আর অমুসলিমদের বরাতে কথা বলেছে। এছাড়া এমনটি আরো অগণিত পত্রপত্রিকা লিখেছে।

পুনরায় প্রত্যাদিষ্ট হওয়া সংক্রান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন,

“বস্তুত এখন আমার প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সপক্ষে বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। প্রধানত অভ্যন্তরীণ, দ্বিতীয়ত বাহ্যিক সাক্ষ্য-প্রমাণ, তৃতীয়ত শতাব্দীর শিরোভাগে আগমনকারী মুজাদ্দিদ সম্পর্কে সহীহ্ হাদিস, চতুর্থত إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (সূরা হিজর: ১০) এর নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি। এরপর পঞ্চম এবং জোরালো আরেকটি সাক্ষ্য আমি উপস্থাপন করছি, আর তা হলো সূরা নূরে উল্লিখিত ইস্তেখলাফ বা খিলাফতের প্রতিশ্রুতি। তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, পূর্বেও এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

(সূরা নূর: ৫৬)

এই আয়াতে প্রদত্ত খিলাফতের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহানবী (সা.) এর সিলসিলায় যারা খলীফা হবেন তারা পূর্ববর্তী খলীফাদের মতো হবেন। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.)-কে মূসার সদৃশ বলা হয়েছে। যেমনটি বলা হয়েছে- إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا

(সূরা মুয্যাম্মেল: ১৬)।

আর তিনি (সা.) বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীও মূসার সদৃশ, (যা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী।) অতএব এই সাদৃশ্যে যেভাবে 'কামা' শব্দ বলা হয়েছে সেভাবেই সূরা নূরে 'কামা' শব্দটি রয়েছে। এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মূসায়ী ধারা ও মুহাম্মদী ধারায় পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। মূসায়ী ধারার খলীফাদের ধারাবাহিকতা হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত এসে কর্তিত হয়েছিল, আর তিনি হযরত মূসা (আ.) এর পর চৌদ্দ শতাব্দীতে এসেছিলেন। এই সাদৃশ্যের দিক থেকে অন্ততপক্ষে এতটা আবশ্যক যেন চতুর্দশ শতাব্দীতে সেই একই রঙ এবং বৈশিষ্ট্যের একজন খলীফা জন্মগ্রহণ করেন যিনি ঈসা মসীহ্‌র অনুরূপ হবেন এবং তারই মতো চিন্তাধারা রাখবেন আর পদাঙ্কে অনুসরণ করবেন। অতএব যদি আল্লাহ্ তা'লা এই বিষয়ের অন্যান্য নিদর্শন এবং সমর্থন প্রদর্শন না-ও করতেন তাহলে সাদৃশ্যের এই ধারাবাহিকতা নিজে থেকেই এই দাবি করছিল যেন চৌদ্দ শতাব্দীতে ঈসা (আ.) এর অনুরূপ কেউ মহানবী (সা.) এর উম্মতে হন, নতুবা তাঁর সাদৃশ্যে (আল্লাহ্ না করুন) একটি ত্রুটি এবং দুর্বলতা প্রমাণিত হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই সাদৃশ্যের কেবল সত্যায়ন ও সমর্থনই করেন নি বরং এটিও প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, মসীলে মূসা স্বয়ং মূসা থেকে এবং অন্য সকল নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (অর্থাৎ মহানবী (সা.) সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।)

তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ (আ.) যেভাবে নিজের কোন শরীয়ত আনয়ন

করেন নি বরং তওরাতের প্রতিপাদন করতে এসেছিলেন অনুরূপভাবে মুহাম্মদী সিলসিলাহ্‌র মসীহ্ নিজের কোন শরীয়ত আনয়ন করে নি বরং কুরআন শরীফের পুনরুজ্জীবনের জন্য এসেছেন। এটিকে অর্থাৎ কুরআনকে পুনর্জীবিত করার জন্য এসেছেন, এর শিক্ষাকে প্রচার করার জন্য এসেছেন। আর সেই পূর্ণতার জন্য এসেছেন যাকে ইশায়াতে হেদায়েতের পূর্ণতা বলা হয়।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯-১০)

পুনরায় তিনি এ সম্পর্কে আরো বলেন,

ইশায়াতে হেদায়েতের পূর্ণতা সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত যে, মহানবী (সা.) এর ওপর নিয়ামতের যে পূর্ণতা এবং ধর্মের পরিপূর্ণতা সাধিত হয়েছে, (অর্থাৎ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আর নিয়ামত স্বীয় পূর্ণতায় পৌঁছে গেছে, যতটা পৌঁছা সম্ভব ছিল) এর দু'টি রূপ রয়েছে। প্রথমত হেদায়েতের পূর্ণতা আর দ্বিতীয়ত ইশায়াতে হেদায়েতের পূর্ণতা। তিনি বলেন, তাঁর (সা.) প্রথম আগমনের মাধ্যমে সকল দিক থেকে হেদায়েতের পূর্ণতা হয়েছে। (অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর আগমনের মাধ্যমে এবং শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার ফলে হেদায়েত পূর্ণতা পেয়েছে।) আর ইশায়াতে হেদায়েতের পূর্ণতা অর্থাৎ হেদায়েত বা শরীয়তের যে প্রচার হওয়ার কথা রয়েছে তা তাঁর (সা.) দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে হয়েছে, কেননা সূরা জুমুআয় **'ওয়া আখারিনা মিনহুম'**-এর আয়াত তাঁর কল্যাণ ও শিক্ষার মাধ্যমে এক নতুন জাতি প্রস্তুত করার দিকে ইঙ্গিত করে, আর এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তাঁর আরও একবার আগমন হবে আর এই আগমন বুরুযী রঙে এবং ছায়ারূপে হবে, যা এখন হচ্ছে। অতএব এই যুগ হলো ইশায়াতে হেদায়েতের পূর্ণতার যুগ। আর এ কারণেই ইশায়াত বা প্রচারের সকল মাধ্যম এবং ধারা পূর্ণতা লাভ করছে। বহু সংখ্যায় ছাপাখানা রয়েছে, অগণিত প্রেস রয়েছে, আর প্রতিনিয়ত এ ক্ষেত্রে নিত্যনতুন উদ্ভাবন-(প্রেসেও অনেক সহজসাধ্যতা লাভ হচ্ছে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে।) ডাকঘর, টেলিগ্রাম বা তারবার্তা, রেলগাড়ি, জাহাজ ইত্যাদির প্রচলন, সংবাদপত্রের প্রকাশনা ইত্যাদি সবকিছু মিলে পুরো পৃথিবীকে এক শহরের মতো করে দিয়েছে। অতএব এসব উন্নতিও প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.) এরই উন্নতি, কেননা এর মাধ্যমে তাঁর পরিপূর্ণ হেদায়েত বা শরীয়তের দ্বিতীয় অংশ ইশায়াতে হেদায়েতের পূর্ণতা লাভ হচ্ছে। "

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯-১০)

পুনরায় তিনি বলেন, এখন এই সমস্ত বিষয়কে এক স্থানে রেখে বুদ্ধিমান মানুষ চিন্তা করুক যে, আমরা যা বলি তা কি অগভীর দৃষ্টিতে দেখে প্রত্যাখ্যান করার যোগ্য, নাকি সে সম্পর্কে পূর্ণ চিন্তাভাবনার সাথে কাজ করা উচিত। আমি যেসব দাবি করেছি সেগুলো কি শতাব্দীর শিরোভাগে নয়? আমি না আসলেও একজন বুদ্ধিমান ও খোদাভীরুর জন্য আবশ্যক ছিল কোন আগমনকারী ব্যক্তির সন্ধান করা, কেননা শতাব্দীর শিরোভাগ এসে গিয়েছিল। আর এখন তো বিশ বছর কেটে যাচ্ছে, তাই আরো বেশি চিন্তা করা প্রয়োজন। বর্তমান নৈরাজ্য নিজ স্থানে ডেকে ডেকে বলছিল যে, কোন ব্যক্তির এর সংশোধনের জন্য আসা উচিত। তিনি বলেন খ্রিষ্ট ধর্ম যে স্বাধীনতা ও লাগামহীনতা ছড়িয়েছে তার কোন সীমা নেই আর মুসলমানদের সন্তানদের ওপর এর যে প্রভাব পড়েছে তা দেখে বলতে হয় যে, এরা মুসলমানেরই সন্তান নয়। "

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩-১৪)

এখন সত্য উদঘাটনের উপায় কী হওয়া উচিত? সত্য কিনা তা কীভাবে বোঝা যাবে? তিনি বলেন, খোদার কাছে নামাযে দোয়া করা উচিত যেন তিনি সত্য প্রকাশ করে দেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, মানুষ যদি বিদ্বেষ ও হঠকারিতা থেকে মুক্ত হয়ে সত্য প্রকাশ করার জন্য খোদার দিকে মনোযোগ দেয় তাহলে ৪০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু খুব কম মানুষই এমন আছে যারা এই শর্ত সাপেক্ষে খোদার কাছে সিদ্ধান্ত চায় । আর নিজেদের বুদ্ধির ঘাটতি, হঠকারিতা ও বিদ্বেষের কারণে খোদা তা'লার ওলীকে অস্বীকার করে ঈমান নষ্ট করে, কেননা ওলীর প্রতি যদি ঈমান না থাকে তাহলে ওলী, যিনি নবুয়্যতের জন্য কিলক স্বরূপ, তাকে (অস্বীকারের কারণে) তখন নবুয়্যতকে অস্বীকার করতে হয়, আর নবীকে অস্বীকার করলে খোদাকে অস্বীকার করা হয়, আর এভাবে ঈমান সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬)

হযরত মসীহ মওউদ এর এই কয়েকটি উদ্ধৃতির পর এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যা তিনি (রা.) মসীহ্ মওউদ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপন করছেন। এক জায়গায় তিনি বলেন-

"বিরোধিতা যখন বৃদ্ধি পায় তখন জামা'তের উন্নতি হয়। আর বিরোধিতা যখন বৃদ্ধি পায় তখন আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনমূলক সমর্থন ও সাহায্যও বৃদ্ধি পায়। মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বরাতে তিনি বলেন, সে কারনেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কাছে যখন বন্ধুরা বলতো যে, আমাদের এলাকায় চরম বিরোধিতা বিরাজমান, তিনি বলতেন এটি তোমাদের উন্নতির লক্ষণ। যেখানে বিরোধিতা হয় সেখানে জামা'ত উন্নতি করে, কেননা বিরোধিতার ফলে অনেক ব্যক্তি, যারা জামা'ত সম্পর্কে জানেনা, তারাও জামা'ত সম্পর্কে জেনে যায়। এরপর ধীরে ধীরে তাদের হৃদয়ে জামা'তের বই-পুস্তক পড়ার আগ্রহ জাগে। যখন বই পড়ে তখন সত্য তাদের হৃদয়কে বিমোহিত করে।"

তিনি বলেন, "একবার এক বন্ধু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কাছে আসেন এবং তাঁর হাতে বয়আত করেন। বয়আত করার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনাকে কে তবলীগ করেছে? তিনি অবলীলায় বলেন, মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেব তবলীগ করেছেন। সানাউল্লাহ্ মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ঘোর বিরোধী ছিল । হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আশ্চর্য হয়ে বলেন, তা কীভাবে? তিনি বলেন, আমি মৌলভী সাহেবের পত্রিকা ও তার বই-পুস্তক পড়তাম। তিনি বলেন, তাতে সবসময় আহমদীয়া জামা'তের চরম বিরোধিতা দেখতাম। তিনি বলেন, একদিন আমার হৃদয়ে এই ধারণা জাগে যে, আমি নিজে কেন এই জামা'তের বই-পুস্তক দেখি না। এই যে বিরোধিতা হচ্ছে, বই-পুস্তক দেখি যে, মসীহ্ মওউদ কী লিখেছেন, এতে কী লেখা আছে? আমি যখন এসব পুস্তক পড়া আরম্ভ করলাম তখন আমার বক্ষ উন্মোচিত হয়ে যায় আর আমি বয়আতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। অতএব বিরোধিতার প্রথম উপকারিতা যা হয় তাহলো এর ফলে ঐশী জামা'তের উন্নতি হয় আর অনেকেই হেদায়েত লাভ করে।" (তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৮৭)

নবীরা বিরোধিতার মুখে কীরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন- এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)কি বলতেন সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেন, প্রথমে তিনি প্রাচীন মিশরীয় রাজত্বের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বলেন-

" মিশরীয় রাজত্ব নিজ যুগে অতি বিখ্যাত রাজত্ব ছিল। এর বাদশাহ নিজের ক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে গর্ব করত। সেখানকার বাদশাহ ছিল ফিরাউন। এমন বাদশাহর মোকাবেলায় হযরত মূসার কোন গুরুত্বই ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যখন বাদশাহর কাছে যান, যদিও বাদশাহ তাকে ভয় দেখায় আর তাঁর জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করে এবং বলে যে, যদি তুমি বিরত না হও তাহলে তোমাকেও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে আর তোমার জাতিকেও, কিন্তু হযরত মূসা বিরত হন নি। তিনি বলেন খোদা আমাকে পৃথিবীতে প্রচারের জন্য যে বার্তা দিয়েছেন তা আমি অবশ্যই প্রচার করব। পৃথিবীর কোন শক্তি আমাকে এটি হতে বিরত রাখতে পারবে না। তিনি বলেন, হযরত ঈসার অবস্থাও একই ছিল, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অবস্থাও একই ছিল। আর সেই অবস্থাই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এরও দেখেছি যে, সবজাতি তাঁর বিরোধী ছিল। একইভাবে সরকারও তাঁর বিরোধীই ছিল। যদিও শেষ যুগে সেরূপ বিরোধিতা ছিল না, বরং তা কিছুটা প্রশমিত হয়। যাহোক বিভিন্ন জাতি তাঁর বিরোধী ছিল, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা তাঁর বিরোধী ছিল, মৌলভীরা তাঁর বিরোধী ছিল, গদ্দিনসীনরা তাঁর বিরোধী ছিল, জনসাধারণ তাঁর বিরোধী ছিল, সম্পদশালী ও বিশেষ শ্রেণীর মানুষ তাঁর বিরোধী ছিল,এক কথায় চতুর্দিকে বিরোধিতার একটি তুফান বইছিল। মানুষ তাকে অনেক বোঝায়। কেউ কেউ বন্ধু সেজে তাকে বোঝায় যে, আপনি নিজের দাবি কিছুটা কমিয়ে দিন। কেউ কেউ বলে যে, যদি আপনি অমুক অমুক কথা ছেড়ে দেন তাহলে সব মানুষ আপনার জামা'তভুক্ত হবে। কিন্তু তিনি এসবের কোন একটি কথার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেন নি আর সব সময় নিজের দাবি উপস্থাপন করতে থাকেন। এরফলে হৈচৈ হতে থাকে, মার খেতে হয়, নিহত হতে হয়, (আর এসব আজও অব্যহত আছে;) কিন্তু এসব কষ্ট সত্ত্বেও আর যদিও তাঁর মোকাবেলা এমন এক জগতের সাথে ছিল যার মোকাবেলা করার শক্তি বাহ্যিক উপকরণের দিক থেকে তাঁর মাঝে আদৌ ছিল না, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর মোকাবিলা অব্যহ্যত রাখেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ লিখেন, আমার মনে আছে আমি বারবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর কাছে শুনেছি যে, নবীর উদহরণ তেমনই যেমনি কিনা মানুষ বলে যে, এক গ্রামে এক পাগল মহিলা বসবাস করত। যখনই সে বের হতো ছোট ছোট বালকরা তাকে বিরক্ত করতো। তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতো, তাকে বারংবার কষ্ট দিত, আর সে-ও প্রত্যুত্তরে সেসব বালককে গালি ও অভিশাপ দিত। অবশেষে একদিন গ্রামবাসীরা পরামর্শ করে (সিদ্ধান্ত নেয়) যে, এই মহিলা নির্যাতিতা। আমাদের সন্তানরা অন্যায়ভাবে তাকে কষ্ট দেয় আর সে নির্যাতিত অবস্থায় এদের অভিশাপ দেয়। কোথাও

তার এই অভিশাপের ফলাফল না প্রকাশ পেয়ে যায়, কোথাও তা কবুল না হয়ে যায়। আমাদের উচিত নিজেদের সন্তানদের বাধা দেওয়া যাতে তারা তাকে বিরক্ত করা থেকে বিরত থাকে আর সেও যেন অভিশাপ না দেয়। এই পরামর্শের পর তারা সবাই সিদ্ধান্ত নেয় যে, কাল থেকে গ্রামের সবাই নিজেদের সন্তানদের ঘরে আবদ্ধ রাখবে আর তাদের কাউকে ঘর থেকে বের হতে দিবে না। পরের দিন সে অনুসারে সবাই নিজ নিজ সন্তানদের বলে যে, আজ থেকে কেউ বাইরে যাবে না। আর অতিরিক্ত সাবধানতা হিসেবে তারা বাইর থেকে শিকল দিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়। সূর্য উদিত হওয়ার পর সে মহিলা ঘর থেকে বের হয়। কিছুক্ষণ গলিতে এদিক সেদিক ঘুরতে থাকে। কখনো এক গলিতে যায় কখনো দ্বিতীয় গলিতে। কিন্তু কোন বালক তার চোখে পড়ে না। পূর্বে যে অবস্থা বিরাজ করত তাহলো কোন ছেলে তার আঁচল ধরে টানতো, কেউ তাকে চিমটি কাটতো, কেউ তাকে ধাক্কা দিতো, কেউ তার হাত ধরে রাখতো, কেউ তাকে ঠাট্টা করতো, কিন্তু আজ কোন ছেলে তার চোখে পড়ছে না। সে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করে যখন দেখলো যে, তখনও কোন ছেলে ঘর থেকে বের হয় নি তখন সে দোকানে দোকানে যায় আর সকল দোকানে গিয়ে বলে যে, আজকে তোমাদের ঘরগুলো কি ধ্বসে পড়েছে? ছেলেরা কি মারা গেছে? কী হয়েছে যে, তাদের দেখা যাচ্ছে না? সে যখন এভাবে প্রতিটি দোকানে গিয়ে বলতে আরম্ভ করে তখন কিছুক্ষণ পর মানুষ বলে যে, গালি তো আমাদের এভাবেও শুনতে হচ্ছে আর সেভাবেও, তাই সন্তানদের ছেড়ে দাও, তাদেরকে বন্দি রেখে লাভ কী? তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করে বলতেন যে, নবীদের অবস্থাও এমনই হয়ে থাকে। জগদ্বাসী তাদের বিরক্ত করে, কষ্ট দেয়, তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করে, আর এতটা অত্যাচার-নির্যাতন করে যে, তাদের জন্য জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। অতঃপর এক শ্রেণির হৃদয়েএ ধারণা সৃষ্টি হওয়া আরম্ভ হয় যে, মানুষ অন্যায় করছে। তাদের এমনটি করা উচিত নয়। তিনি বলেন, কিন্তু তারাও (অর্থাৎ নবীরাও) জগৎকে ছাড়তে পারেন না। জগৎবাসী যখন তাদেরকে কষ্ট দেয় না তখন তারা নিজেরাই তাদেরকে ঝাঁকুনি দেন এবং জাগ্রত করেন যেন পৃথিবীর মানুষ তাদের প্রতি মনোযোগী হয় এবং তাদের কথা শুনে।”

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৪, পৃ: ২৭২-২৭৪)

তা যেভাবেই শুনুক না কেন। এভাবে বিরোধিতার ফলে ভালো মানুষও সামনে আসে।

তিনি বলেন, মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী, যে তাঁর (আ.) যৌবনের বন্ধু এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখতো আর সবসময় তাঁর প্রবন্ধের বিষয়ে প্রশংসা করত, সে তাঁর দাবির তাৎক্ষণিক পর ঘোষণা দেয় যে, আমিই তাকে সম্মানের আসনে বসিয়েছি আর আমিই তাকে ধ্বংস করবো। তখন কে ভাবতে পারত যে, মৌলভী মোহাম্মদ হসেন বাটালভীর মতো সম্মানিত ও প্রভাবশালী মানুষ বলবে যে, আমিতাকে ধ্বংস করবো আর সে ধ্বংস হবে না। (নিশ্চয় সে এমন শক্তিশালী মানুষ ছিল যে যা বলতো তা করতেও পারত।)

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর নিজের আত্মীয়স্বজনারাও ঘোষণা দেয়, বরং তার কোন কোন আত্মীয় পত্রিকায় এ ঘোষণা ছাপিয়ে দেয় যে, এ ব্যক্তি ব্যবসা আরম্ভ করে রেখেছে, তাই এর প্রতি কারো কর্ণপাত করা উচিত নয়। এভাবে তারা পুরো পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে ভুল ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। পুনরায় তিনি বলেন এটি আমার সাবালক বয়সের কথা। অনেক মানুষ, যাদেরকে জমিদারদের ভাষায় কাম্মি বলা হয়, তারা তার ঘরের কাজ করতে অস্বীকার করে। (যারা তার চাকর ছিল, তারাও কাজ করতে অস্বীকার করে।) এর কারণ ছিল সত্যিকার অর্থে আমাদের আত্মীয়স্বজন। কিন্তু আপনপর সকলে সম্মিলিতভাবে তাকে নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করতে চেয়েছে।

(আল ফযল, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৪০, পৃ: ২-৩,

কিন্তু কী হয়েছে? আজকে পৃথিবীর ২১২টি দেশে তাঁর নাম নেওয়া হয়। এটি তাঁর সত্যতা নয় তো আর কী?

তাঁর সত্যতার আরেকটি নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

“আল্লাহ তা’লা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন আর তাঁর সত্তা আমাদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন হয়ে গেছে। যে তাঁর কাছে বসেছে সে কুরআন ও মুহাম্মদ (সা.) এর সত্যতা লক্ষ্য করেছে এবং এরপর অন্য কোন কিছু তাকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার ছিল না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে যখন করম দ্বীন ভী’র মামলা হয় তখন ম্যাজিস্ট্রেট ছিল হিন্দু। আর্যরা তাকে প্ররোচিত করে আর বলে যে, সে যেন কিছুটা হলেও মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে শাস্তি দেয় এবং সে-ও এমনটি করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। খাজা কামালউদ্দীন সাহেব একথা শুনে ভয় পেয়ে যান। তিনি গুরুদাসপুরে মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কাছে আসেন, যিনি মোকদ্দমার কারণে গুরুদাসপুরে অবস্থান করছিলেন আর বলেন, হুযূর! বড়ই চিন্তার বিষয়। আর্যরা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে কিছুটা শাস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে। তখন মসীহ্ মওউদ (আ.) শায়িত ছিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উঠে বসেন এবং বলেন, খাজা সাহেব! খোদার সিংহের গায়ে কে হাত দিতে পারে? আমি খোদার সিংহ, সে আমার গায়ে হাত দিয়ে তো দেখুক। অতএব এমন-ই হয়েছে। দুজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন যাদের আদালতে একের পর এক এই মামলা পেশ হয়। তাদের উভয়েই কঠোর শাস্তি পেয়েছে। তাদের একজন, যে তাঁকে (আ.) শাস্তি দিতে চাইতো, সে বরখাস্ত হয়েছে। অপর জনের পুত্র নদীতে ডুবে মারা যায়। তার ওপর এই ঘটনার এমন গভীর প্রভাব পড়ে যে, মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, একবার আমি দিল্লী যাচ্ছিলাম। লুধিয়ানা স্টেশনে সেই ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আর বড় বিনয় ও কাকুতিমিনতির সাথে অত্যন্ত বেদনাভরা কণ্ঠে বলে যে, দোয়া করুন যেন খোদা তা’লা আমাকে ধৈর্যধারণের তৌফীক দেন। আমি অনেক বড় বড় ভুল করেছি। আর আমার অবস্থা এমন যে, আমি ভয় পাচ্ছি কোথাও আমি পাগল না হয়ে যাই। সে বলে,মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রতি আমরা যে আচরণ করেছি সে কারণে আমার এক পুত্র মারা গেছে। আমার আরো একটি ছেলে আছে। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা’লা যেন তাকে এবং আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি (রা.) লিখেন, বস্তুত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সেই কথা পূর্ণ হয়েছে যে, খোদার সিংহের গায়ে কে হাত দিতে পারে? আর এভাবে আর্যরা নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৫৯)

তিনি (রা.) আরো লিখেন যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) এর যুগের একটি মজার ঘটনা রয়েছে। তাঁর এক বন্ধু ছিলেন,যিনি মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীরও বন্ধু ছিলেন। তাঁর নাম ছিল নিযামুদ্দীন । তিনি ৭ বার হজ্জ করেছেন। হাস্যোজ্জ্বল চেহারার প্রফুল্লচিত্ত এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী উভয়ের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তাই মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করেন আর মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া জারী করে তখন তিনি গভীরভাবে মর্মহত হন, কেননা মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পুণ্যে তার দৃঢ় আস্থা ছিল। তিনি লুধিয়ানায় থাকতেন। বিরোধীরা মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে কিছু বললে তিনি তাদের সাথে ঝগড়া আরম্ভ করে দিতেন আর বলতেন যে, তোমরা প্রথমে গিয়ে মির্যা সাহেবের অবস্থা তো দেখ, তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান মানুষ। আর আমি তার কাছে থেকে দেখেছি যে, যদি তাকে পবিত্র কুরআন থেকে কোন কথা বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তা মানার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি কখনো প্রতারণার আশ্রয় নেন না। যদি তাকে কুরআন করীম থেকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, তাঁর দাবি ভ্রান্ত তাহলে আমার বিশ্বাস তিনি তা মেনে নিবেন। অনেক বার তিনি মানুষের সাথে এ বিষয়ে ঝগড়া করতেন আর বলতেন, আমি যখন কাদিয়ানে যাবো তখন দেখবো যে, তিনি কীভাবে নিজের দাবি থেকে সরে না আসেন। আমি কুরআন খুলে তাঁর সামনে রাখব। আর আমি যখন ঈসা (আ.) এর জীবিত অবস্থায় আকাশে যাওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআন থেকে কোন আয়াত তাঁর সামনে উপস্থাপন করব তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তা মেনে নেবেন। তিনি বলেন, আমি জানি যে, কুরআনের কথা শুনার পর তিনি আর অত্যুক্তি করেন না। অবশেষে একদিন তার ইচ্ছা জাগে আর তিনি লুধিয়ানা থেকে কাদিয়ান আসেন। এসেই হযরত

শেষাংশ ১০ পাতায়.....

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সেই চোখের জন্য আগুন হারাম হয়ে যায় যে আল্লাহ্‌র পথে বিনিদ্র থাকে আর সেই চোখের জন্যও যে আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করে।

(সুনান দারামি, কিতাবুল জিহাদ)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া, মুর্শিদাবাদ

যুগ ইমামের বাণী

যে ব্যক্তির মনে ইসলামের জন্য সম্মান ও আত্মাভিমানের চেতনা নেই, খোদা তা’লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না।”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১)

দোয়াপ্রার্থী:

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

২ পাতার পর..

সমন্বিত হতে পারে এবং সমাজের উন্নতিতে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সরকারের কাজে সহায়ত করে। তিনিও আরও বলেন, স্থানীয়রা যেন উপেক্ষিত না হয়, তা সুনিশ্চিত করা সরকরারের কাজ। খলীফা যা কিছু বলেছেন, তাতে আমি শতভাগ একমত। খলীফাকে দর্শন করা আমাকে আনন্দ দেয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ভঙ্গি বিনয়, সম্ভ্রম ও স্থৈর্যের মিশ্ররূপ। আমি মনে করি, এমন মুসলমান যারা ভুল কাজে লিপ্ত আছে, তাদের কাজের দায় ধর্মের উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়।

তাঁর স্ত্রী গুলহীন ওয়াগনার সাহেবা বলেন: আমার স্বামী যা কিছু বললেন, তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। বিশেষ করে খলীফার আধ্যাত্মিকতা আমার ভাল লাগে। তাঁর বাচনভঙ্গিই এমন আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ যে, আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। তাঁর ব্যক্তিত্ব এতটাই সম্ভ্রমপূর্ণ যে, তাঁর উপর একটি দৃষ্টি পড়লেই মনে আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। আমি মুসলমান নয়, কিন্তু যখন খলীফাকে দেখি, তখন আমি সেই আধ্যাত্মিকতাকে অনুভব করতে পারি। এখন আমি জেনে গেছি যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কি আর মিডিয়া কিভাবে ইসলামের নামে অপপ্রচার করছে। তিনি শরণার্থীদের সমস্যা সংক্রান্ত যথাযথ ও বাস্তবায়নযোগ্য সমাধান সূত্র প্রস্তাব করেছেন।

মেয এলাম নামে এক যুবক ছাত্র বলেন: খলীফা যা কিছু বলেছেন তা যথাযথ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিল। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম সন্ত্রাসে ধর্ম নয় আর মুষ্টিমেয় মুসলমানের অপকর্মকে ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যখ্যা করা অন্যায়। এটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে, যেভাবে তিনি মানুষের মনে মধ্যে থাকা সংশয়গুলির উত্তর দিয়েছেন-, কিভাবে মানুষ অভিবাসন সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, দেশের নিরাপত্তা ও করের বোঝা সংক্রান্ত সমস্যাটি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এবং সেগুলির সমাধানসূত্রও বলেছেন। তিনি একথা বলেন নি যে, সংশয় পোষণ করা মানেই অন্যায়, বরং সেগুলির সমাধান বের করেছেন। এবং বলেছেন যে, সমাজের সদস্য হিসেবে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

মেলিসা কেইনাক নামে এক অতিথি বলেন: খলীফার ভাষণ জার্মানীর বর্তমান পরিস্থিতিকে পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছে। তিনি যে বিষয়টি নির্বাচন করেছেন তা অত্যন্ত জরুরী ছিল। কেননা মানুষের মন থেকে ইসলাম-ভীতি দূর করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, কিন্তু আমাদেরকে আশাহত হওয়া উচিত নয়। কিভাবে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, সে সম্পর্কে তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কিভাবে আমরা যেন অধিকার আদায়ের জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে বরং পরস্পরের অধিকার প্রদান করার প্রতি আমাদরেকে মনোযোগী হতে হবে। যেরূপ তিনি ইসলামি ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বলেছেন যে, কিভাবে প্রারম্ভিক যুগের মুসলমানেরা নিজের অধিকার নেওয়ার পরিবর্তে অপরকে অধিকার প্রদানের জন্য তর্কবিতর্ক করত। এটি আমার জন্য একেবারেই নতুন কথা ছিল, ইসলাম গীর্জা ও ইহুদী উপাসনাগরগুলি রক্ষার শিক্ষা দেয়। আর এটিও আমার জন্য নতুন ছিল, ইসলামে কখনও বল প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়নি। খলীফার ভাষণের এই অংশটি অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল, কেননা, তিনি নিজের ভাষণের সপক্ষে কুরআন করীম থেকে দলিল উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও তিনি বলেছেন, শরণার্থী বা মুসলমানেরা যদি কোন ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে তার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুত , ইসলাম সার্বিকভাবে শান্তির বার্তা দেয়। তিনি নিজের কর্মধারার মাধ্যমেও প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, তিনি একজন ধর্মীয় নেতা,কিন্তু বর্তমান যুগের সমস্যাবলী সম্পর্কে কথা বলতে ভয় পান না। তিনি অভিবাসন নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এর কারণ হল, তিনি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে চান। যে কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ তাঁর ভাষণ শুনলেই বুঝতে পারবে যে, ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম নয়, আর তাকে একথা স্বীকার করতে হবে যে, অন্যায় কাজ করে এমন ব্যক্তি প্রত্যেক ধর্মেই থাকতে পারে। তারা এমন মানুষ যারা নিজেদের ধর্মের শিক্ষা মেনে চলে না। তাদের অপকর্মের দায় ধর্মের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঘোর অন্যায়।

* মাসু নামে এক মুসলমান ভদ্রমহিলা বলেন: খলীফার প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে আমি একমত। তথাপি আমার আক্ষেপ, তিনি নিজের ভাষণকে ইসলামের প্রতিরক্ষা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন। কেন আপনাকে ইসলামের জন্য এমন প্রতিরোধ গড়তে হল? যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ যখন কোন অন্যায় করে, তখন আমরা একথা বলি না যে, তাদেরকে খৃষ্টানধর্মের প্রতিরক্ষা করা উচিত। এটি তো ঘোর অবিচার। মিডিয়া অন্যায়ভাবে ইসলামের ভ্রান্ত চিত্র পরিবেশন করে চলেছে। এই কারণেই প্রতিরক্ষা করতে হচ্ছে। তিনি যা কিছু বলেছেন তা হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছে। তিনি আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার উপদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, আমাদের সৎ ও দুর্নীতি মুক্ত থাকা উচিত এবং অপরকে সাহায্য করা উচিত। এই নীতিমালার সঙ্গে কারো মতভেদ থাকতে পারে না। আমারও অনেক ভাল লেগেছে যেভাবে তিনি একটি আদর্শ সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, সেটিই হল ইসলামী সমাজ।

এড্রিস হেযরোগ নামে এক অতিথি বলেন: খলীফার প্রতিটি শব্দে সত্য ও প্রজ্ঞার আভা ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে একমত। সমগ্র বক্তব্যটিই আমার ভাল লেগেছে, কিন্তু এর উপসংহারটি অসাধারণ ছিল। প্রথমে তিনি ইসলামের শিক্ষাকে সুন্দরভাবে প্রতিরক্ষা করেন এবং কুরআন করীম থেকে দলিল পেশ করেন। কিন্তু বক্তব্যের শেষে তিনি ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন। কেবল ইসলামের প্রতিরক্ষাই নয়, বরং তিনি বলেছেন এটি সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। তাঁর এই উপস্থাপনা আমাকে ভাল লেগেছে। তিনি বলেছেন, আমরা সকলে খোদার সৃষ্ট জীব- এই কথাটি আমাকে আবেগাপ্লুত করে তোলে। তাঁর কথা একেবারে সত্য। আমরা যদি এই তত্ত্বটি অনুধাবন করতে সক্ষম হই, তবে আমাদের পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষের কোন কারণ থাকবে না। তাঁর এই তত্ত্ব মানবতাকে ঐক্যবদ্ধ করার অব্যর্থ সমাধান। বক্তব্যের এই অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি চাই মানুষ এই বিষয়টি প্রণিধান করুক। ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের পক্ষ থেকে আমার কোন বিপদ নেই। আমি জেনে গেছি যে, এটি সেই ধর্ম যা শান্তির প্রসার করে এবং ধর্ম, মত নির্বিশেষে সকলের অধিকার রক্ষা করে চলে। এই বক্তব্য থেকে আমার ধারণা জন্মেছে যে, মুসলমানদের হৃদয় কতটা স্বচ্ছ। তবে একথাও ঠিক যে, আমাদের মধ্যে কয়েকটি মূল্যবোধ পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, কিন্তু এর অর্থ এও তো নয় যে আমরা পরস্পর শত্রু।

মার্কেরিয়ান স্পার্থি নামে এক অতিথি বলেন: খলীফার অনেক কথা আমার ভাল লেগেছে, যেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে প্রশ্নগুলি বর্তমানে মানুষের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, তিনি সেগুলির উত্তর সুন্দরভাবে দিয়েছেন। যখন কিনা সমাজে বিভাজন রেখা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময় খলীফা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতি আহ্বান করছেন। তিনি একথা বলেন নি যে, সব কিছু ঠিক আছে, বরং তিনি সমাজের সমস্যাবলী তুলে ধরেছেন। তিনি কোন একপক্ষকে দোষারোপ করেন নি, বরং উভয় পক্ষের ভুল-ভ্রান্তিগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। এরপর তিনি সেগুলির উপযোগী সমাধানও প্রস্তাব করেছেন। বিশেষ করে অভিবাসন নীতি সংক্রান্ত সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে তিনি সমাধান প্রস্তাব করেছেন। তাঁর বক্তব্য এবং ব্যক্তি আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তিনি যে ভঙ্গিতে সরকারকে শরণার্থীদেরকে সাহায্য করার কথা বলেছেন এবং শরণার্থীদেরকে সমাজের উন্নতিতে ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করেছেন, তা অত্যন্ত কার্যকরী ছিল। এটি সেই সমস্ত মানুষের মধ্যে বিরাজমান অস্থিরতা দূর করার জন্য আবশ্যক, যারা বলে শরণার্থীরা অন্যায্যভাবে সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছে। তিনি বলেছেন, ইসলাম প্রত্যেক নাগরিককে সমাজের কল্যাণকর সত্তায় পরিণত হওয়ার উপদেশ দেয়। অতএব যে উপায়ে সাহায্য করা যায়, করা আবশ্যক। যদি প্রত্যেকে এভাবে কাজ করে, তবেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলাম মহিলাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করার শিক্ষা দেয়, সে সম্পর্কেও আমি শেখার সুযোগ পেলাম। অনেক সময় আমরা ধারণা করি যে, মুসলমান মহিলারা দুর্বল আর তাদেরকে দমন করা হয়। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামী সমাজ মহিলাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় আর কোনক্রমেই তাদেরকে অসম্মান করার অনুমতি দেয় না। এও বলা হয়েছে যে, যদি কোন মুসলমান কোন মহিলাকে উত্যক্ত করে, তবে তার সেই কাজ ইসলামের পরিপন্থী আর এর জন্য শাস্তির বিধান আছে। এই দেশে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি খলীফাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

ইমামের বাণী

জাতি হিসেবে অস্তিত্ব লাভের জন্য একাত্মতা এবং আনুগত্য প্রদর্শন অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত, ৫ই ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

যুগ ইমামের বাণী

নিজ ভাইয়ের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়।

(মালফুযাত, ৫মখণ্ড, পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

মেয়র জোয়াকিম রডেনরিচ সাহেবও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজেনর মতামত ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার বক্তব্যের বিষয়বস্তু শুনে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলাবলি ও লেখালেখি হচ্ছে। ফলে মানুষের মনে এক প্রকার ভীতির সঞ্চারিত হয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম নয়, বরং সহিষ্ণুতার ধর্ম। আমি আনন্দিত যে, তিনি অভিবাসন নীতি নিয়েও আলোচনা করেছেন, কেননা, আমাদের সমাজে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। খলীফা অত্যন্ত সুসংহতভাবে নিজের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, দুই পক্ষেরই কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা তাদেরকে উভয়কেই পালন করতে হবে। তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দুই পক্ষ নিজেদের দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হয়। আমি তাঁর বক্তব্যের নির্যাস বের করে, তবে তা এরকম দাঁড়াবে- ' ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। জাতি-বৈষম্যের কোন স্থান নেই, বরং আমাদেরকে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে হবে আর এটিই ইসলাম। আমি এ কারণেও আনন্দিত যে, শরণার্থীদের পক্ষ থেকে মহিলাদেরকে উত্যক্ত করার ঘটনার উপরও তিনি আলোকপাত করেছেন। কারণ বর্তমানে এ বিষয়টি নিয়েও তুমুল বিতর্ক আরম্ভ হয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, মহিলারা দ্বিতীয় শ্রেণীর জীব নয় যাদেরকে উত্যক্ত করা যেতে পারে, বরং এরা পুরুষদেরই সমকক্ষ। তিনিও এও বলেন, যৌন-হয়রানি করা ইসলাম বিরুদ্ধ। আমি একথাও বলতে চাই যে, হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে আমি প্রথম সাক্ষাত করলাম আর এটি আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ভঙ্গি এত অসাধারণ যে, সকলে তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়ে।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের হুযুর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ○ هُوَالَّذِىْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ○

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই আয়াত সেই সমস্ত লোকেদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিচ্ছে যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা পৃথিবীতে নিজ অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার কল্যাণে প্রসার লাভ করবে। এটি আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতি আর আল্লাহ তা'লার জ্যোতি মানুষের চেষ্টা নিভিয়ে দিতে পারে না। কুরআন করীম সেই পরিপূর্ণ শরিয়ত যা পৃথিবীর পথপ্রদর্শন করতে পারে। এটি ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা শরিয়ত পৃথিবীর পথ-প্রদর্শন ও মুক্তির উপায় বলতে পারে না। আ আঁ হযরত (সা.) খাতামান্নাবীঈন, তাঁর পর কোন শরিয়তধারী নবী আসবে না। এখন সমস্ত ধর্মের উপর একমাত্র ইসলামই জয়যুক্ত হবে এবং নতুন যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হেদায়াতের প্রচারের পূর্ণতার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁরই এক প্রাণদাস ও একনিষ্ঠ সেবক তাঁর দাসত্বে মসীহ ও মাহদী হিসেবে প্রেরণ করবেন, যিনি শরিয়ত বিহীন ছায়ানবীর মর্যাদা রাখবেন- আল্লাহ্ তা'লা এই ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)কে মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী রূপে আবির্ভূত করেছেন, যিনি ইসলামের অপূর্ব সুন্দর শিক্ষাকে জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর যুগেও ইসলামের বাণী ইউরোপ ও আমেরিকায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং তিনি এমন এক জামাতের ভিত্তি রাখেন যা সেই কাজকে খিলাফত ব্যবস্থার অধীনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই আয়াতগুলি প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ এক স্থানে বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন: এদের কেবল আস্ফালন করে বলে, এই ধর্ম কখনও সফল হবে না, এটি আমার সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, কিন্তু খোদা কখনও এই ধর্মকে বিনষ্ট করবেন না আর এই কাজ সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হবেন না। কুরআন শরীফ বিদ্যমান, পৃথিবীতে অনেক কুরআনের হাফিজ বসে আছেন। চিন্তা করে দেখুন কাফেররা কিরূপ দৃঢ় দাবির সঙ্গে বলেছিল যে, এই ধর্ম অবশ্যই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমরা একে নির্মূল করব। আর এর বিপরীতে কুরআন শরীফে ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান আছে যে, এটি কখনওই ধ্বংস হবে না। তিনি (আ.) বলেন, এটি একটি মহীরূহে পরিণত হবে এবং ছড়িয়ে পড়বে। বাদশাহরাও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। ইসলাম যখন দুর্বল ছিল, সেই সময় আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে, ইসলাম প্রসার লাভ করেছে। কোন চেষ্টা তাকে ধ্বংস করতে পারে নি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজও তোমরা একে ধ্বংস করতে পারবে না। এটি একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। তিনি (আ.) জগতবাসীকে বলেন, ইসলামের পুনর্জীবনের জন্য খোদা তা'লা এখন আমাকে আঁ হযরত (সা.)-এর দাসত্বে প্রেরণ করেছেন। আমি আল্লাহ্র আদেশে এবং তাঁর সাহায্যে সমগ্র জগতে ইসলামের উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষা প্রসার করব। এবং বলেন, আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একথাও বলেন যে, আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা যে জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেটি এখন ইসলামের পতাকা নিয়ে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যাবে এবং বন্দুক ও তরবারি পরিবর্তে এর অপূর্ব সুন্দর শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করবে। পুণ্যাত্মাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর পতাকার নীচে সমবেত করবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তিনি সমস্ত মুসলমানদেরকেও একথা বলেন যে, আঁ হযরত (সা.)-এর বাণী শোন এবং প্রণিধান কর এবং আগমণকারী মসীহ ও মাহদীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি কর। তারপর দেখ, আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত প্রতিশ্রুতি কিভাবে তোমাদের পক্ষে পূর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এক নতুন মর্যাদা দান করবেন, কিন্তু তথা-কথিত উলেমাদের কথা শুনে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠশ্রেণী এদিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। বরং উলেমারা আল্লাহ্ তা'লার এই প্রেরিত পুরুষ ও আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবকের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার এবং এটিকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই জামাত সমস্ত বিরোধীতার পরও ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করলাম, আল্লাহ তা'লা পুণ্যাত্মা ও সৎ প্রকৃতির মানুষদের আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলমের বাহুপাশে এনে একত্রিত করছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এও ইলহাম করেছেন, সেই সময় বারাহীনে আহমদীয়াতেও লিপিবদ্ধ করেছিলাম, অথচ আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, তিনি আমাকে মসীহ ও মাহদীর মর্যাদা দান করবেন। তিনি বলেন, দেখ, এটি কতই না মহান ভবিষ্যদ্বাণী যে, শুরু থেকেই উলেমারা বলে আসছে যে এটি মসীহ মওউদ সম্পর্কে। এই যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে, এটি মসীহ মওউদ-এর পক্ষে আবার এটি তার যুগে পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ মসীহ মওউদ-এর আগমণের সময়ই এটি পূর্ণ হবে। অর্থাৎ সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামকে মসীহ ও মাহদীর মাধ্যমে জয়যুক্ত করা হবে। তিনি বলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী সতেরো বছর থেকে লিপিবদ্ধ আছে এবং মসীহ মওউদ-এর দাবীর অনেক পূর্বেই এটি লেখা হয়েছিল, যাতে খোদা ঐ সমস্ত লোকদের লাঞ্ছিত করেন যারা এই অধমের দাবিকে মানুষের রচনা বলে মনে করে। বারাহীনে আহমদীয়া স্বয়ং সাক্ষী প্রদান করছে যে, সেই সময় এই অধমের মনে নিজের সম্পর্কে মসীহ মওউদ হওয়ার ধারণা পর্যন্ত উঁকি দেয় নি এবং পুরোন ধর্মবিশ্বাসের উপরই দৃষ্টি ছিল, কিন্তু খোদার ইলহাম সেই সময় এই সাক্ষ্য দান করেছিল যে, তুমি মসীহ মওউদ। কেননা, পূর্বের সংবাদ গুলিতে যা কিছু মসীহ মওউদ-এর পক্ষে বর্ণিত ছিল, ঐশী ইলহাম সেগুলিকে এই অধমের কাছে বদ্ধমূল করে তুলেছিল। তিনি (আ.) বলেন, অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মসীহ করে পাঠিয়েছেন। আঁ হযরত (সা.)-এর দাসত্বে আল্লাহ্ তা'লার যে জ্যোতি আমি লাভ করেছি, তা কোন মৌলবীর ফুৎকারে বা ইসলাম বিরোধী শক্তির ফুৎকারে নেভানো যাবে না।

তিনি একস্থানে বলেন, মুখের ফুৎকার কাকে বলে? এই যে কেউ বলে প্রতারক, কেউ বলে, ব্যবসায়ী, কাফের ও বেধর্মী বলে- এককেই ফুৎকার বলা হয়েছে। মোটকথা এরা এই সব কথা বলে আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু তারা সফল হতে পারবে না। তিনি বলেন, এরা আল্লাহ্র জ্যোতিকে নেভাতে গিয়ে নিজেরাই পুড়ে ছারখার হয়েছে ও অপদস্ত হয়।

অতএব আপনা পর সমস্ত বিরোধীতা সত্ত্বেও , অর্থাৎ মুসলমান উলেমা এবং প্রভাবাধীন ইসলামী দেশ ও দেশের মানুষের পক্ষ থেকে যে বিরোধীতা হয়েছে, অনুরূপভাব অমুসলিম দেশ ও শক্তির পক্ষ থেকে যে বিরোধীতা হয়েছে, সে সব সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর মাধ্যমে তাঁর জ্যোতিকে

এরপর শেষের পাতায়..

যুগ ইমামের বাণী

"খোদাকে ভয় কর, তাকওয়া অবলম্বন কর এবং কোন সৃষ্টির উপাসনা করো না। " (রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: শামসের আলি, জেলা আমীর, বীরভূম

৭এর পাতার পর.....

মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন যে, আপনি কি ইসলাম ছেড়ে দিয়েছেন আর কুরআনকে অস্বীকার করে বসেছেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এটি কিভাবে হতে পারে! আমি কুরআন মানি আর ইসলাম আমার ধর্ম। তিনি বলেন, আলহামদু লিল্লাহ, আমি মানুষকে এ কথাই বলে বেড়াই যে, তিনি কুরআনকে ছাড়তে পারেনই না। তিনি বলেন, যদি আমি কুরআন মজীদ থেকে হযরত ঈসা জীবিত অবস্থায় আকাশে চলে গেছেন মর্মে শতশত আয়াত উপস্থাপন করি তাহলে আপনি মানবেন কি? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, শতশত আয়াত কেন, আপনি যদি একটি আয়াতও দেখিয়ে দেন তাহলেই আমি মেনে নিব। তিনি বলেন, আলহামদু লিল্লাহ্, আমি মানুষের সাথে এই বিতর্কই করে আসছিলাম যে, হযরত মির্যা সাহেবকে মানানো কঠিন কিছু নয়, মানুষ অনর্থক হৈচৈ করে।

এরপর বলেন, শত শত না হলেও আমি যদি ঈসা (আ.) এর জীবিত থাকা সংক্রান্ত একশত আয়াত উপস্থাপন করি তাহলে কি আপনি মানবেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি তো বলেছি যে, আপনি যদি একটি আয়াতও উপস্থাপন করেন তাহলেই আমি মেনে নিব। কুরআনের একশত আয়াত যেভাবে মেনে চলা আবশ্যক তেমনিভাবে এর একেকটি শব্দ মেনে চলা আবশ্যক। এক বা শত আয়াতের প্রশ্ন নয়। তিনি বলেন, আচ্ছা শত না হলেও আমি যদি ৫০টি আয়াত উপস্থাপন করি তাহলে আপনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন কি যে, আপনি আপনার কথা ছেড়ে দেবেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি তো বললাম যে, আপনি একটি আয়াতই উপস্থাপন করুন, আমি মানার জন্য প্রস্তুত আছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে যতই নিজের বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রকাশ করতে থাকেন ততই তার মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে যে, হয়তো কুরআনে এত আয়াত নেই। অবশেষে তিনি বলেন, আচ্ছা আমি যদি কেবল দশটি আয়াত উপস্থাপন করি তাহলেও কি আপনি মেনে নেবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হেসে বলেন, আমি আমার প্রথম কথার ওপরই প্রতিষ্ঠিত আছি, আপনি একটি আয়াতই উপস্থাপন করুন। তিনি বলেন, ঠিক আছে, এখন আমি যাচ্ছি। ৪-৫ দিনের ভেতর আসবো আর আপনাকে কুরআন থেকে এমন আয়াত দেখাবো। সেদিন গুলোতে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব লাহোরে ছিলেন। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালও সেখানেই ছিলেন এবং মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর সাথে মোবাহেসার শর্ত নির্ধারিত হচ্ছিল, যার জন্য তাদের মাঝে পত্র আদান-প্রদানও হচ্ছিল। বিষয়বস্তু ছিল ওফাতে মসীহ। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী বলতো যে, কুরআনের মুফাস্সের হলো হাদীস, তাই হাদীস থেকে যদি কোন কথা প্রমাণিত হয় তাহলে তা কুরআনের কথাই বিবেচিত হবে। তাই ঈসার জীবন মৃত্যুর বিষয়টির বিতর্ক হাদীসের আলোকেই হওয়া উচিত। হযরত মৌলভী সাহেব বলতেন যে, কুরআন হাদীসের উপর প্রধান্য রাখে, তাই সর্বপরিস্থিতিতে কুরআন থেকে অভিষ্ট প্রমাণ করতে হবে। অনেক দিন এটি নিয়ে বিতর্ক হয়। বিতর্ক সংক্ষিপ্ত করার জন্য আর কোন না কোনভাবে যাতে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর সাথে মোবাহেসা হয়ে যায় এর জন্য হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) তার অনেক কথা মেনে নেন যে, ঠিক আছে, এটিও ঠিক আছে। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী খুব আনন্দিত ছিলেন যে, আমি যেসব শর্ত মানাতে চাচ্ছি তিনি তা মেনে নিচ্ছেন।

তখন মিয়া নিযামুদ্দীন সাহেব মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেখানে পৌঁছেন । তিনি বলেন, এখন সব বিতর্ক বন্ধ কর। আমি হযরত মির্যা সাহেবের সাথে দেখা করে এসেছি। তিনি তওবা করার জন্য প্রস্তুত আছেন। আমি যেহেতু আপনারও বন্ধু আর হযরত মির্যা সাহেবেরও বন্ধু তাই এই মতভেদে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। আমি এটিও জানতাম যে, হযরত মির্যা সাহেবের প্রকৃতিতে পুণ্য রয়েছে। তাই আমি তাঁর কাছে গিয়েছি এবং তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছি যে, কুরআন থেকে ঈসা (আ.) এর জীবিত থাকা সংক্রান্ত ১০টি আয়াত দেখিয়ে দিলে তিনি ঈসার জীবিত থাকার কথা মেনে নিবেন। আপনি আমাকে এমন ১০টি আয়াত বলে দিন। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী খুবই রাগী স্বভাবের ছিল। সে নিমিষেই ক্ষেপে যায় আর নিজের বন্ধুকে বলে যে, ওরে হতভাগা! তুই আমার সব কাজ নষ্ট করে দিয়েছিস। আমি দু'মাস যাবৎ বিতর্ক করে তাকে হাদীসের দিকে এনেছি, তুই আবার তাকে কুরআনের দিকে নিয়ে গিয়েছিস। মিয়া নিযামুদ্দীন বলেন যে, আচ্ছা ১০টি আয়াতও আপনার সমর্থনে নেই। সে বলে, তুই অজ্ঞ, তুই কি জানিস কুরআনের অর্থ কী! মৌলভী বাটালভী যখন মিয়া নিযামুদ্দীনকে একথা বলে বসলো তখন তিনি বলেন, আচ্ছা কুরআন যে দিকে আমিও সে দিকে। একথা বলে তিনি কাদিয়ানে চলে আসেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেন। এ ছিল তার বয়আতের ঘটনা।

মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দেখ! কুরআনের ওপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কত আস্থা ছিল আর কত দৃঢ়তার সাথে তিনি বলতেন যে, কুরআন তাঁর বিরুদ্ধে হতে পারে না । এর অর্থ এটি নয় যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাথে কুরআনের কোন বিশেষ আত্মীয়তা আছে বা আহমদীয়া জামা'তের সাথে বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে। কুরআন সত্যের পথ দেখাবে আর যেপক্ষ সত্যের ওপর থাকবে তার সমর্থন করবে। হযরত মসীহ মওউদ এর যেহেতু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি সত্যের ওপর রয়েছেন তাই কুরআনও তাঁর সাথে ছিল। সেকারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, যদি আমার কোন দাবি কুরআন সম্মত না হয় তাহলে আমি তা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করব । এর অর্থ আদৌ এটি নয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর নিজের দাবিতে কোন সন্দেহ ছিল, বরং একথা বলার কারণ হলো, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, কুরআন আমার সত্যায়নই করবে। এই আশাই আমাদেরকে পৃথিবীতে সফলকাম করেছে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৩, পৃ: ৪১৬-৪১৮)

আর আজও এটি আমাদের সফলতা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বাণীকে পৃথিবীতে বিস্তারের কারণ বা মাধ্যম। নিশ্চিতভাবে কুরআন আমাদেরই সাথে আছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো খোদার প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করেছেন। পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি কিন্তু খোদা তা'লা তাকে গ্রহণ করবেন আর জোরালো আক্রমণ সমূহের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন। আমি সত্যি করে বলছি, আমি খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে পৃথিবীতে এসেছি। এখন ইচ্ছা হয় গ্রহণকর, ইচ্ছা হয় প্রত্যাখ্যান কর। কিন্তু তোমাদের প্রত্যাখ্যানে কিছু যায় আসে না। খোদার যা অভিপ্রায় তা অবশ্যই পূর্ণ হবে কেননা খোদা তা'লা পূর্ব হতেই বারাহীনে আহমদীয়ায় বলে রেখেছেন যে,

صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা বলেছেন তা সত্য আর খোদার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করে।

এখন আমি গত জুমুআয় নিউজিল্যান্ড -এ যে ঘটনা ঘটেছিল সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। গত জুমুআতেই বলার কথা ছিল, কিন্তু শেষের দিকে ভুলে গিয়েছিলাম। যাহোক এরপর আমি একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেছিলাম যাতে জামা'তের পক্ষ থেকে সমবেদনা জানানো হয়েছিল। অনেক নিষ্পাপ এবং নিরীহ মানুষ ও শিশু ধর্মীয় ও জাতীয় ঘৃণার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, তাদেরকে শহীদ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার প্রতি করুণা করুন এবং তাদের আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য দান করুন।

এ বিষয়ে কিছু কথা পরে সামনে আসে। গত জুমুআয় কিছু না বলার লাভ এটি হয়েছে যে, নিউজিল্যাণ্ড সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী যে উন্নত চারিত্রিক গুণের বহিঃপ্রকাশ করেছেন আর সরকারের দায়িত্ব পালন করেছেন তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। হায় আজকের মুসলমান সরকারগুলোও যদি এটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতো আর ধর্মীয় ঘৃণা দূরীভূত করার ক্ষেত্রে নিজস্ব ভূমিকা পালন করতো! জনসাধারণও তার সঙ্গ দিয়েছে। সেখানে এই ঘোষণাও করা হয়েছে যে, জুমুআর সময় মুসলমানদের সাথে আমাদের একাত্মতার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ টিভি ও রেডিওতে আযানও দেওয়া হবে। অমুসলিম এবং খ্রিষ্টান মহিলারাও একাত্মতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মাথায় ওড়না পরিধানের ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই পুণ্য গ্রহণ করে তাদেরকে সত্য চেনার তৌফীক দান করুন।

মসজিদে যেসব মুসলমান ছিল তাদের মাঝে এক ভদ্র মহিলার স্বামী এবং ২১ বছর বয়স্ক সন্তানও প্রাণ হারায়। টিভি সাক্ষাৎকারের সময় সেই ভদ্রমহিলা অসাধারণ ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন। যাহোক এক পুণ্যের খাতিরে

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে শাহাদতের বাসনা করে, সে বিছানায় শায়িত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলেও আল্লাহ্ তা'লা তাকে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ, হাদীস:)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

এবং পুণ্য উদ্দেশ্যে তারা প্রাণ হারিয়েছে। খোদা তা'লা তাদের প্রতি কৃপা করুন। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা। সেখানকার মুসলমানরা পরম ধৈর্য ও সহনশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, আর এক মুসলমানের কাছে এরই প্রত্যাশা করা যায়। একজন মুসলমানকে এরই বহিঃপ্রকাশ করা উচিত। কিন্তু কতক উগ্রপন্থী দল ঘোষণা দিয়েছে যে, আমরা এর প্রতিশোধ নেব, অথচ এটি অত্যন্ত বাজে চিন্তা। এভাবে শত্রুতা দীর্ঘায়িত হতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা করুন ইসলামের ভেতর যেসব চরমপন্থী দল রয়েছে সেগুলোও যেন নিশ্চিহ্ন হয় আর ইসলামের সত্য ও প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করুক। আল্লাহ্ তা'লা মুলমানদের তৌফীক দিন, তাদের সকলেই যেন যুগ ইমামকে মানতে পারে যেন ঐক্যবদ্ধভাবে পৃথিবীতে ইসলামের সত্যিকার ও মহান শিক্ষার প্রসার সম্ভব হয়।

এছাড়া নামাযের পর আমি কয়েকটি গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। প্রথম জানাযা হচ্ছে, মওলানা খুরশীদ আহমদ আনোয়ার সাহেবের, যিনি কাদিয়ানে তাহরীকে জাদীদের ওকীলুল মাল ছিলেন। গত ১৯ মার্চ তারিখে ৭৩ বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়, **'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।'** আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। দীর্ঘদিন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ ছিলেন কিন্তু পরম ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবলের সহিত তিনি এই রোগের সাথে লড়াই করেন এবং রোগভোগ করেন। গুরুতর অসুস্থতা এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কখনো কোন আলস্য দেখান নি। নিয়মিত দপ্তরে আসতেন, বরং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সুন্দরভাবে নিজের ওয়াকফের অঙ্গীকার রক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। বরং আমি মনে করি যেভাবে দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন ছিল তিনি তা যথার্থরূপে করেছেন। মরহুম কাদিয়ানের দরবেশ আব্দুল আযীম সাহেব এবং রঈসা বেগম সাহেবার পুত্র ছিলেন আর পিণ্ডি ভাটিয়ার সাথে তার সম্পর্ক ছিল। মরহুমের পরিবারে সর্বপ্রথম তাঁর পিতা আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। বয়আতের পর তার দাদা তাঁর চরম বিরোধিতা করে এবং মারধর করে। এরপর তিনি কাদিয়ানে হিজরত করেন আর এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। কাদিয়ানের পরিবেশে বুযূর্গ বা প্রবীণ সাহাবী এবং দরবেশদের সাহচর্যে তিনি শৈশব অতিবাহিত করেন। কাদিয়ানের তা'লীমুল ইসলাম স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হন। ১৯৬৭ সনে কাদিয়ানের মাদ্রাসা আহমদীয়া হতে মৌলভী ফাযেল পাশ করেন এবং শিক্ষক হিসেবে মাদ্রাসা আহমদীয়াতেই তার প্রথম পদায়ন হয়। এরপর ১৯৮২ সনে বদর পত্রিকার ম্যানেজার নিযুক্ত হন, কিছুদিন সম্পাদকও ছিলেন। ১৯৮৯ সনে কাদিয়ানের নাযেম এরশাদ ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে খিদমতের সুযোগ পান। অনুরূপভাবে নায়েব নাযেম এশায়াত, সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া- ভারত, নায়েব নাযেম বায়তুল মাল আমদ হিসেবেও সেবার সুযোগ লাভ করেন। ২০০৬ সনে আমি তাকে তাহরীকে জাদীদের উকিলুল মাল নিযুক্ত করেছিলাম এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই পদেই তিনি সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এবং সদস্যও ছিলেন তিনি। তার মাঝে প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল আর প্রফুল্ল মন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করতেন। তাহরীকে জাদীদ-এর চাঁদার দিক দিয়েও তিনি ভারতের অবস্থানকে সুসংহত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন। (ভারত) অনেক পিছনে ছিল কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপায় কুরবানীর দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। জামা'তের অর্থের প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন এবং যথেষ্ট সাবধানতার সাথে ব্যয় করতেন। মরহুমের জ্ঞানগত যোগ্যতাও ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। তার প্রবন্ধাদি অনেক জ্ঞানগর্ভ হতো। বছরের পর বছর ধরে তিনি কাদিয়ানের বদর পত্রিকায় সফলভাবে সম্পাদকীয় লেখার তৌফিক লাভ করেন। বদর পত্রিকায় তার লেখা সম্পাদকীয় ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং উর্দূ ভাষার বাগ্মিতায় সমৃদ্ধ হতো। হায়দ্রাবাদ দক্ষিণে একটি প্রতিযোগিতা হতো। তা'মীরে মিল্লাত নামের একটি সংগঠন মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত সম্পর্কে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করতো। একবার তিনিও এ উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ রচনা করেন এবং বিজয়ী হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন। এটি চল্লিশ বছর পুরনো কথা এবং তার যৌবন কালের কথা। মরহুম অনেক গুণের আধার ছিলেন। মিশুক, অতিথি সেবা ও অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বার্ষিক জলসার পূর্বে পরম আগ্রহ নিয়ে অতিথিদের আগমনের জন্য প্রস্তুতি নিতেন। সীমিত সামর্থ্য সত্ত্বেও খুবই সুন্দরভাবে অতিথিসেবার ব্যবস্থা করতেন। উত্তম পরামর্শদাতা, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল আর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি পরম অনুগত ছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। তার খিদমতকাল ছিল প্রায় বায়ান্ন বছর। তার চারজন কন্যা এবং একজন পুত্র সন্তান রয়েছে। তার ছেলে এখানে আর এক মেয়ে আমেরিকাতে আর একজন কাদিয়ানে রয়েছেন।

তার জামাতা খালেদ আহমদ আলাদ্বীন সাহেব লিখেছেন, অসুস্থাবস্থায় যখনই আমি তাকে বিশ্রাম নিতে বলতাম তিনি এই উত্তরই দিতেন যে, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেবা করতে করতে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হওয়া, আর এই অঙ্গীকার তিনি পালন করেছেন। তার নায়েব সদর মজলিস তাহরীকে জাদীদ লিখেছেন, শিক্ষাজীবন থেকে অধমের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন সময় তার সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। নায়েব নাযের বায়তুল মাল আমদ নিযুক্ত হলে তখনও তিনি অধমের সাথে দীর্ঘদিন অত্যন্ত ভালোভাবে কাজ করেছেন। পরম অনুগত, পরিশ্রমী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন আর আর্থিক বিষয়াদির প্রতি সুগভীর দৃষ্টি প্রদানকারী ছিলেন। যখন তাকে উ কীলুল মালের দায়িত্ব প্রদান করা হয় তখন তাহরীকে জাদীদ এর বাজেট ছিল লক্ষের কোঠায়, যা আল্লাহ্‌র কৃপায় এখন কোটি কোটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানদেরকেও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, ফিজির নায়েব আমীর তাহের হোসেন মুনশী সাহেবের, যিনি ৫ই মার্চ ৭২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। **'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।'** তিনি ফিজি জামা'তের একজন প্রবীণ সেবক ছিলেন। দীর্ঘদিন নায়েব আমীর হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। মরহুম অত্যন্ত নেক, দোয়ায় অভ্যস্ত, নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত একজন বুযূর্গ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন এবং নিজ জীবদ্দশায়ই হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করে দিয়েছেন। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি একজন পুত্র ও কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তার সন্তানরা আহমদী নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ফিজির শিক্ষা বিভাগে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে সেকেন্ডারী প্রিন্সিপাল এডুকেশন অফিসার ছিলেন। পরবর্তীতে পদোন্নতি পেয়ে শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালক হন আর ১৯৯৯ সনে এই পদে থাকা কালেই অবসরে যান। এরপর সরকার তাকে পুনঃনিয়োগ করে এবং পাবলিক একাউন্ট কমিটির সদস্য নিযুক্ত করে। কিছুদিন সেখানে কাজ করেন। এরপর অসুস্থ হলে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পান। তার আহমদীয়ত গ্রহণ সম্পর্কে নাসরবাঙ্গা জামা'তের প্রেসিডেন্ট হামেদ হোসেন সাহেব বর্ণনা করেন যে, ১৯৬৮ সনে মুনশী সাহেবের প্রথম পদায়ন হয়েছিল নাসরবাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আমি তখন স্কুলের সেক্রেটারী বা সচিব ছিলাম। তার সাথে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে। অধিকাংশ সময় আমরা একসাথে কাটাতাম। তিনি বলেন, জামা'তের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেওতিনি আহমদীয়াতের আলোচনা শুনতেন এবং বিতর্কও করতেন। আর তিনি যখন সুন্নী ছিলেন(মুনশী সাহেব সুন্নী পরিবারের সদস্য ছিলেন) তিনি তাদের মৌলভীকে বাহাসের জন্য ডাকলে সে আসতে অস্বীকৃতি জানাতো, আর এতে তার অনেক আক্ষেপ হতো। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা করেন আর তাকে যুগ ইমামকে মানার তৌফিকও দান করেন। তিনি কীভাবে অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়ার তৌফিক পেয়েছেন- সে সম্পর্কে হামেদ হোসেন সাহেব আরো বলেন, একবার মুনশী সাহেব কাদিয়ান ভ্রমণ করে ফিরে আসেন আর আমাকে বলেন, আমি আপনার জন্য বায়তুদ্ দোয়ায় অনেক দোয়া করেছি, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আপনার মাধ্যমেই আজ আমাকে এই অবস্থানে পৌঁছিয়েছেন। অর্থাৎ তার মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক পেয়েছেন। বায়তুদ্ দোয়াতে যান এবং তার জন্য দোয়া করতে থাকেন যে, এই ব্যক্তি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছে। হিতৈষীর জন্য এরূপ দোয়া করার ধারণাও একজন আহমদীর মাথায়ই আসতে পারে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র যুগে তিনি তাকে ফিজির নায়েব আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

(ফিজির) মুবাল্লিগ নঈম ইকবাল সাহেব লিখেন যে, তিনি খুবই বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। খিলাফতের সাথে ঐকান্তিক বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। অন্যদেরও খিলাফতের সম্মান এবং আনুগত্যের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। সর্বদা স্বীয় উন্নত আদর্শ প্রদর্শন করতেন। কখনো কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে যখন জানতেন যে, এ সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্‌র মতামত এরূপতখন তৎক্ষণাৎ নিজের মতামত পরিহার করতেন।

তৃতীয় জানাযা হচ্ছে, মালী নিবাসী মূসা সিসকো সাহেবের। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। **'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।'**

তিনি সেনাবাহিনীতে ব্রিগেডিয়ার অর্থাৎ ব্রিগেড কমাণ্ডর ছিলেন। জামা'তের একটি পত্রিকার মাধ্যমে তিনি জামা'তের সাথে পরিচিত হন এরপর তিনি ভিসকাসো অঞ্চলের মুবাল্লিগ এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 25 April, 2019 Issue No.17

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

বিস্তৃতি দান করে চলেছেন। এই সমস্ত বিরোধীতা সত্ত্বেও, উলেমাদের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতে প্রবেশ করছে। জামাতের তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করার জন্য আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে পথ-প্রদর্শন এবং ঈমানে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এমন এমন ঘটনা রয়েছে যা শ্রোতাদের ঈমান বৃদ্ধি করবে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। আমি এখন কেবল এবছরের কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ঘানা থেকে আমাদের এক মুবাল্লিগ বেলাল সাহেব লেখেন- আপার ইস্ট অঞ্চলে যুগা নামে একটি গ্রামে আমাদের তিনজন স্থানীয় মুয়াল্লিম তবলীগের জন্য যান। যে বাড়িতে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয় সেখানে আওয়ানি নামে এক অমুসলিম বৃদ্ধা বাস করত। সে মুয়াল্লিমদের আগমণে আনন্দিত হয়। সে বলে, আমি সাত বছর পূর্বে একটি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, তিনজন ব্যক্তি যারা ধর্ম শেখাতে এসেছে, আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। আমি তাদেরকে পানি পান করায়। এরপর এই মুয়াল্লিমরা গ্রামের বাচ্চাদের একত্রিত করে তাদেরকে ধর্মের শিক্ষা দেয়, তাদেরকে নামায পড়ায়। এই বৃদ্ধা বলেন, সমস্ত ঘটনা এইভাবেই প্রকাশ পেল যেভাবে আমি সাত বছর পূর্বে দেখেছিলাম। এই মুয়াল্লিমরা গ্রামের শিশু ও কিশোরদেক একত্রিত করে তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা দান করে এবং নামায পড়ায়। এই সব কিছু দেখে গ্রামের সেই বৃদ্ধা সহ ৯২ জন ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেয়। কিছু দিনের মধ্যেই এটি জামাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এটি কি কোন মানুষের কাজ! সাত বছর পূর্বে আফ্রিকার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত মহিলাকে আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্ন দেখান, যে মুসলমানও ছিল না, আর সেই স্বপ্ন সাত বছর পর কিভাবে পূর্ণ হচ্ছে। অতঃপর আল্লাহ তা'লা এই ৯২ জন ব্যক্তির মনে একথার সঞ্চার করেন যে, তোমাদের উপর আল্লাহ্র কৃপা বর্ষিত হয়েছে। এটি গ্রহণ কর আর তারা সেটি গ্রহণ করে নেয়।

এরপর বেনিনের লোকাসা অঞ্চলের মুয়াল্লিম দিসি সাহেব বলেন: আমরা একটি গ্রামে তবলীগের জন্য গেলে সেখানে কিছু মুসলমান আমাদেরকে গালি দিতে আরম্ভ করে। নাউযুবিল্লাহ্, তারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধেও কুকথা উচ্চারণ করতে থাকে। যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) উল্লেখ করেছেন যে লোকে গালি দিয়ে বলে, সে ব্যবসায়ী, বিধর্মী এবং কাফের। যাইহোক এরা এভাবেই গালি দিতে থাকে। আমরা সেখান থেকে ফিরে আসি এবং গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামায পড়ি এবং দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্ আজ আমরা তোমরার মসীহর বাণী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। তুমি আমাদেরকে ব্যর্থ হাতে ফিরিয়ে এনো না। আমরা নামায শেষ করেই দেখি, এক ব্যক্তি আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আমরা নিজেদের পরিচয় দিলে সেই ব্যক্তি বলল, পাশেই আমার গ্রাম। আপনারা কি সেখানে যাবেন? আমরা সেই ব্যক্তির গ্রামে পৌছলে সেই সে অনেক ব্যক্তিকে একত্রিত করে যাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী দেওয়া হয়। এই তবলীগের ফলে ৬৫ জন ব্যক্তি বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এভাবেই এই গ্রামে জামাতের চারা বৃক্ষ রোপিত হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ) বলেছেন, এরা কেবল গালিই দেয়। কিন্তু এই গালির ফলে আল্লাহ জ্যোতি নিভে যায় না। কখনও নয়। এক স্থানে গালি শুনে তারা অন্যত্র চলে যায়, অথচ তারা কল্পনাও করতে পারে নি যে, সেখানে এমন এক ব্যক্তি আসবে বা তাকে আল্লাহ তা'লা একথা বলে পাঠাবেন, যে তোমরা সৎ মানুষ, যাও আমার মসীহর বাণী নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরকে নিজেদের গ্রামে নিয়ে যাও, তার বাণী শোন এবং তা গ্রহণ কর।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর আরেকটি উদাহরণ রয়েছে যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা প্রচারকরদের হতাশার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের দোয়া গ্রহণ করে ফল দান করেন। এমনই এক ঘটনা বর্ণনা করে বুর্কিনাফাসোর বোবো অঞ্চলের মুয়াল্লিম সাহেব লেখেন- আমরা একটি গ্রামে তবলীগ করি, কিন্তু তা কোজ কাজে এল না। যাওয়ার সময় কিছু মানুষকে বলে গেলাম, আপনারা যখন শহরে যাবেন, আমার বাড়িতে অবশ্যই আসবেন। কিছু দিন পর তাদের মধ্যে আল হাসান নামে এক ব্যক্তি আমার বাড়িতে আসে। আমি তাকে এম.টি.এ দেখায়। কিছুক্ষণ পরেই এম.টি.এ-তে যখন আমার খুতবা বা কোন অনুষ্ঠানে সে আমাকে দেখে, তখন সেই ব্যক্তি ব্যক্তি বলে উঠল, 'এই ব্যক্তিকে আমি স্বপ্নে দেখেছি।' সে তৎক্ষণাত কোন দলিল-প্রমাণ ছাড়াই আহমদীয়াত গ্রহণ করে ফেলে। গ্রামে ফিরে গিয়ে গ্রামবাসীদের একথা জানায়। গ্রামের অনেক মানুষ একথা শুনে আহমদীয়াত গ্রহণ করে। খোদার কৃপায় এখন সেখানে মজবুত জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

লাইবেরিয়ার মুবাল্লিগ আসিফ সাহেব বলেন: কিত মাউন্ট কাউনির অঞ্চলের নাম্বো নামে একটি গ্রামে আহমদীয়াতের চারাবৃক্ষ রোপিত হয়েছে। পূর্বে কয়েকবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সেখানকার মৌলবীদের বিরোধীতার কারণে সেই চেষ্টা বিফলে যায়। যখনই আমরা সেখানে যেতাম, মৌলবীরা সেখানে পৌঁছে যেত, যেমনটি তাদের স্বভাব। আর সেখানে তারা একত্রিত হয়ে গালি দিতে থাকত। তিনি বলেন, কিছুকাল পূর্বে সেই গ্রামের মহম্মদ আল ফরিদ সানি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। দামাস্ক থেকে শিক্ষার্জন করে এসেছেন। তিনি গ্রামে সপরিবারে থাকেন। তাকে জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে সবিস্তারে জানানো হয়। নিযামে জামাত এবং আমাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তিনি জামাতের ইজতেমা ও জলসাতেও অংশ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করেন। তিনি নিজের গ্রামে নিজেই আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে দেন এবং তবলীগ শুরু করেন। খোদা তা'লা তাঁর চেষ্টাকে ফলপ্রসু করেছেন, যারফলে সেখানে ৫০ জন ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। আর এভাবে এখানেও জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণত যারা আরব দেশগুলি থেকে শিক্ষার্জন করে আসে, তারা আরবীতে নিজেদের দক্ষতা, জ্ঞান নিয়ে খুব গর্ব করে বলে যে, ধর্মের জ্ঞান আমরা শিখে এসেছি। খুবই কমই এমন আছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যবান করেছেন, যারা কথা শোনার মত ধৈর্য রাখেন। আল্লাহ্ তাদের কোন একটি কাজ পছন্দ করেন যার ফলে তিনি তাকে হেদায়াত দান করেন। (ক্রমশ.....)

খুতবার শেষাংশ..

রাখেন। ২০১২ সনে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০১৩ সনে ভিসকাসো শহরে জামা'তের রেডিও চ্যানেলের সূচনাকালে তাকে এর ডাইরেক্টর বা পরিচালক এবং একই বছর জামা'তের প্রেসিডেন্টও নিযুক্ত করা হয়। রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠার পর ভিসকাসো অঞ্চলে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তখন তিনি পরম প্রজ্ঞা এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন এবং সকল সমস্যার সমাধান বের করেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করেন, জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরেন। এছাড়া ২০১৬ সাল থেকে তিনি জাতীয় আমেলায় সেক্রেটারী উমুরে খারেজা হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ পাচ্ছিলেন। বয়আতের পর তিনি নিজের জীবনকে জামা'তের সেবার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। বাজামা'ত নামায পড়ার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাযও পড়তেন। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা ছিল আর খিলাফতের প্রতিটি তাহরীকে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'জন স্ত্রী ছাড়াও দশজন কন্যা এবং পাঁচজন পুত্র সন্তান স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সকল মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তাদের সন্তান-সন্ততিকেও পুণ্য করার তৌফিক দিন। মুনশী সাহেবের যে সন্তানরা আহমদী নন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও যুগ ইমামকে মানার তৌফিক দিন।

যুগ ইমামের বাণী

" আল্লাহ্ তা'লা কারো পুণ্য বিনষ্ট করেন না, বরং তুচ্ছাতিতুচ্ছ পুণ্যেরও প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৩)

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir